NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ যদুকুলের যদুশ্রেষ্ঠর আবির্ভাব

রাহুলের ঘোষণা, তবে অবসর নয় ৮

কলকাতা ২৬ অগস্ট ২০২৪ ৯ ভাদ্র ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ৭৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.8.2024, Vol.18, Issue No. 77 8 Pages, Price 3.00

দিনভর তৎপর গোয়েন্দারা, আরও চিকিৎসকের বাড়ি সহ ১৫ জায়গায় তল্লাশি

‘দোষীরা আড়ালে’, চলবে কর্মবিরতিই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের তদন্তের জন্য সিবিআইয়ের ওপরেই ভরসা রয়েছে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের। এ রাজ্যে সর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে বলে আশঙ্কা তাঁদের। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা অভিযোগ করেছেন, ‘আড়ালে একটি ক্ষমতাশালী চক্র সক্রিয় হয়ে তদন্তে বাধা সৃষ্টি করছে, যাদের চাপের কাছে স্বাস্থ্য ভবনও অসহায়।’ আন্দোলনকারীদের দাবি, এই চক্রের জন্য আসল অভিযুক্তরা এখনও প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফলে আরজি করে আধা সেনাবাহিনী থাকলেও, সেখানকার চিকিৎসকরা নিরাপদ বোধ করছেন না। আর তাই তাঁরা তাঁদের কর্মবিরতিও এখনই প্রত্যাহার হচ্ছে না। তাঁদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার না করার সপক্ষে কয়েকটি প্রমাণ এবং যুক্তিও দিয়েছেন তাঁরা। রবিবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করে প্রথমেই তাঁরা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে। পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা।

আরজি করে হামলার ঘটনায় মূলত কলকাতা পুলিশকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁরা বলেছেন, ‘এটা স্পষ্ট যে হামলাকারীদের উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের ভয় দেখানো এবং তথ্যপ্রমাণ লোপাট করা! সিসি ক্যামেরায় আমরা স্পষ্ট দেখেছি, দুষ্কৃতীদের একটি দল জরুরি বিভাগের গেট দিয়ে ঢুকে একটি ফ্লোরে কোনও রকম ভাঙচুর না করে সেমিনার রুম খুঁজতে অন্য ফ্লোরগুলিতে ভাঙচুর চালায়। ওই সময়ে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা আমাদের কাছে বেদনাদায়ক। তারা নিরাপত্তা দিতে তো ব্যর্থই, একই সঙ্গে অসংবেদনশীল এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর গোটা দোষটা চাপিয়ে আসল দোষীদের আড়াল করেছে। আমাদের মতে কলকাতা পুলিশ সুবিচার পাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। ন্যায়বিচারকে বিলম্বিত করার পথে মূল ভূমিকা নিয়েছে।’

দ্বিতীয় একটি শক্তিও ন্যায়বিচার পাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করছে বলে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের দাবি, ‘২১ তারিখ আমরা স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠক করেছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম, সন্দীপ ঘোষ-সহ বাকি কর্তৃপক্ষকে প্রশাসনিক ব্যর্থতার দায় নিয়ে কেন এখনও অপসারণ করা হচ্ছে না। তখন প্রশাসনিক জটিলতা ছাড়া আর কোনও সদুত্তর মেলেনি। তাতেই স্পষ্ট যে, এঁদের বাঁচাতে এক অশুভ দুষ্ট চক্র অতিমাত্রায় সক্রিয়। যাঁরা এত কিছুর পরেও সন্দীপ ঘোষ-সহ কর্তৃপক্ষকে আড়াল করতে ব্যস্ত এবং তাঁদের চাপের কাছে স্বাস্থ্য ভবনও কার্যত অসহায়।’

উল্লেখ্য, ওই বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা পরে ছাত্রদের দাবি মেনে আরজি করের অধ্যক্ষ-সহ বক্ষরোগের বিভাগীয় প্রধানকে অন্যত্র বদলি করা হয়। যদিও আন্দোলনকারীদের প্রশ্ন,‘সিবিআই তদন্ত চলা সন্দীপ ঘোষকে কেন সাসপেন্ড করা হল না? তাঁকে শুধু হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সমস্ত অভিযোগে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার আগে পর্যন্ত স্বাস্থ্য ভবন তাঁকে সাসপেন্ড করতে না পারায় কে বা কারা বাধা সৃষ্টি করছে?’

আন্দোলনকারীদের দাবি, ‘গত কয়েক বছর ধরে আরজি করে যে ভয়ের রাজনীতি চালানো হয়েছে, সন্দীপের অনুগত একাংশ যে ভাবে আর্থিক এবং অন্যান্য দুর্নীতি করেছে, তাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য একটি দুষ্ট চক্র সক্রিয় ছিল। তারা শুধু আরজি কর নয়, বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজেই এখনও সক্রিয়। এরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই জুনিয়র চিকিৎসকদের ফেল করানো এবং বদলির ভয় দেখায় এবং বদলি করে।’ আন্দোলনকারীদের অনুমান, এই অংশটির সঙ্গে কলকাতা পুলিশ-সহ স্বাস্থ্য ভবনও জড়িত। তাদের জন্যই আরজি কর-কাণ্ডে ন্যায় বিচার এখনও হচ্ছে না।

তাঁরা কাজে যোগ না দেওয়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা বেহাল হয়ে পড়েছে বলে যে প্রচার করা হচ্ছে তা সত্য নয় বলে জানিয়ে জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবি, ‘ইমার্জেন্সি-সহ সমস্ত বিভাগ চালু। সিনিয়র চিকিৎসকরা বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন। আমরাও কাজে যোগদান করতে চাই। কিন্তু বিচার পাওয়ার প্রশ্নে যারা বাধা সৃষ্টি করছে, তারা যদি সক্রিয় থাকে, তবে নিরাপদ বোধ করব কী ভাবে? সিআইএসএফ আরজি করে নিরাপত্তা দিয়ে কী হবে, যদি আসল অপরাধীদের আড়াল করার জন্য ভিতরেই কোনও চক্র সক্রিয় থাকে? এবং তাতে পুলিশি মদত থাকে।’ আন্দোলন থামানোর জন্য স্বাস্থ্য ভবন বন্ধ ঘরে প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠিয়ে সেটলমেন্টের করলেও, তা তাঁরা মানবেন না। যা আলোচনা করার তা প্রকাশ্যে করতে হবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

ফেরালেন ‘বঙ্গরত্ন’

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ‘বঙ্গরত্ন’ পুরস্কার ফেরালেন আলিপুরদুয়ারের লেখক-গবেষক পরিমল দে। তিনি মহাত্মা গান্ধির ওপর গবেষণা করেছেন। রাজ্য প্রশাসনের উদ্দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বার্তা দিয়ে তিনি বলেছেন, ‘আমাকে যাঁরা পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করেছিলেন, তাঁদের ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কিন্তু সেই মর্যাদা রাখতে পারলাম না।’ ২০১৯ সালে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ‘বঙ্গরত্ন’ পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল আলিপুরদুয়ারের লেখক-গবেষক পরিমল দেকে।

সন্দীপ বাড়ি আছেন? সাতসকালে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তে তল্লাশি করে অনেক কিছু পাওয়া গিয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। রবিবার সকাল থেকে তল্লাশি চালিয়ে সন্ধের পর আরজি কর হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবন থেকে বের হন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। সন্ধ্যায় তদন্তকারীরা অ্যাকাডেমিক ভবনে যান।

রবিবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ আরজি কর হাসপাতালে যায় সিবিআইয়ের একটি দল। তা ছাড়াও আরও কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে আরজি কর হাসপাতালের একাধিক প্রাক্তন এবং বর্তমান কর্তার বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। রবিবার সকালে নিজাম প্যালেস থেকে সিবিআইয়ের একটি দল আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়িতে সিবিআইয়ের একটি দল পৌঁছতেই শোরগোল পড়ে যায়। সকাল ৬টা ৫০ মিনিট নাগাদ সিবিআই আধিকারিকেরা সন্দীপের বাড়িতে পৌঁছলেও, ৭৫ মিনিট বাড়ির বাইরেই অপেক্ষা করতে হয় তাঁদের। সকাল ৮টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। সেই দলে ছিলেন একজন মহিলা আধিকারিকও। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ হাতে প্রচুর নথি নিয়ে সন্দীপের বাড়ি থেকে বের হন সিবিআই আধিকারিকরা।

সিবিআই সূত্রে খবর, সন্দীপ ছাড়াও রবিবার মোট ১৫টি জায়গায় হানা দিয়েছেন তদন্তকারীরা। কেষ্টপুরে আরজি করের ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের কর্তা দেবাশিস সোমের বাড়ি, এন্টালিতে হাসপাতালের প্রাক্তন সুপার সঞ্জয় বশিষ্ঠের বাড়ি ও হাওড়ার একটি জায়গায় বিপ্লব সিংহ নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে যায়। আরজি করের ফরেন্সিক শিক্ষক দেবাশিস সোমকে নিজাম প্যালেসে নিয়ে যায় সিবিআই। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত তল্লাশি চালানোর পরে বিকেল ৪টে নাগাদ দেবাশিসকে নিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে বার হয় সিবিআই।

দেবাশিস আরজি করের ফরেন্সিক বিভাগের সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে যুক্ত। ওই বিভাগের ডেমনস্ট্রেটর পদে রয়েছেন তিনি। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের কাউন্সিলেরও সদস্য তিনি। কলেজের ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের (এনএমসি) কমিটিতেও রয়েছেন। তিনি আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ‘ঘনিষ্ঠ’ বলেই দাবি অনেকের।

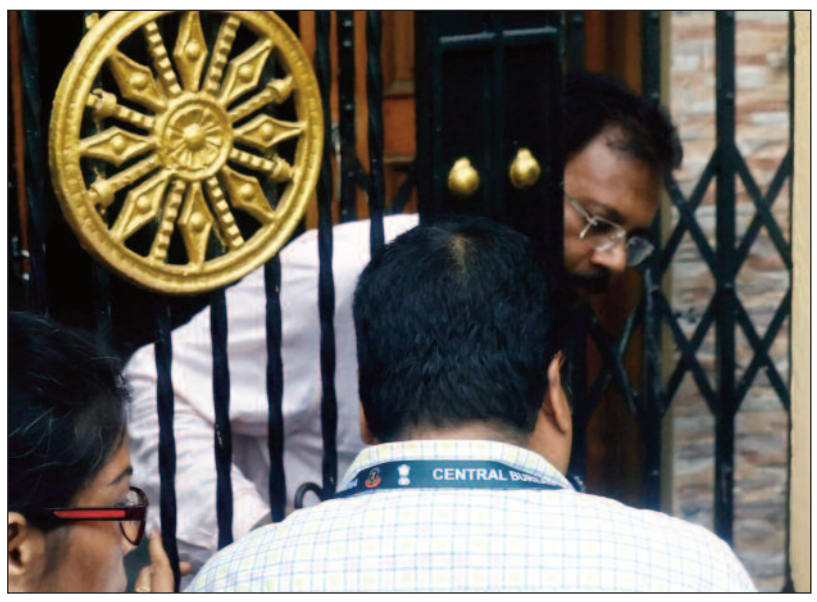

হাসপাতালে দেবাশিস নিজের বিভাগের ঘরে না বসে সন্দীপের ঘরের পাশে একটি ঘর তাঁর জন্য বরাদ্দ ছিল। সেখানে বসেই কাজ চালাতেন। ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগ তিনি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতেন বলেও দাবি। সম্প্রতি সন্দীপের বিরুদ্ধে আরজি করের জৈব বর্জ্য এবং অন্যান্য বিষয়ে যে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ জানানো হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। তাতে নাম রয়েছে দেবাশিসেরও।

হাওড়ার বাসিন্দা বিপ্লব সিংহ হাসপাতালে চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহকারী হিসাবে কাজ করেন। জানা গিয়েছে, একটা ছোট দোকান ছিল তাঁর। বিভিন্ন সাইনবোর্ড আঁকার কাজ করতেন তিনি। তাঁর বাবা কাজ করতেন আরজি করে। বেলগাছিয়ার জেকে ঘোষ রোডে এক ক্যাফে মালিকের বাড়িতেও গিয়েছে সিবিআইয়ের অন্য একটি দল। পাশাপাশি, টালায় চন্দন লৌহ নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে যায় সিবিআই। ঘটনাচক্রে, চন্দনের বাড়ি নীচের তলাতেই রয়েছে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক অতীন ঘোষের দলীয় কার্যালয়।

আরজি করের প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে তল্লাশি অভিযান চালানোর পাশাপাশি, হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় যান আধিকারিকরা। আরজি করের নতুন অধ্যক্ষ মানসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুপার সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায়কে হাসপাতালে নিয়ে এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন সিবিআই আধিকারিকরা। আরজি করে আর্থিক অনিয়মের যে অভিযোগ করেছিলেন হাসপাতালের প্রাক্তন অতিরিক্ত সুপার আখতার আলি, তাতে এঁদের প্রত্যেকের নাম রয়েছে। আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠেছে, আদালতের নির্দেশে তার তদন্ত করছে সিবিআই। শনিবারই সেই মামলায় প্রথম এফআইআর দায়ের করেছে নিজাম প্যালেসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দুর্নীতি দমন শাখা। তার পর রবিবার সকাল থেকে কেন্দ্রীয় সংস্থার তৎপর হয়।

জঙ্গলে উদ্ধার অর্ধনগ্ন বধূ-দেহ

ধর্ষণ-খুনের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য বিষ্ণুপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বিষ্ণুপুর থানার চাঁচর জঙ্গল থেকে অর্ধনগ্ন এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। ঘটনাস্থলে যায় বিষ্ণুপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। মৃতদেহ উদ্ধার করতে গেলে পুলিশকে ঘিরে সাময়িক বিক্ষোভ দেখাতে থাকে গ্রামবাসীরা। এরপর বিষ্ণুপুর থানার আইসির তৎপরতায় মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য।

স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, বিষ্ণুপুর থানার চাঁচর ডাঙাপাড়ার বাসিন্দা বছর ৪৬ এর এক গৃহবধূ শনিবার জঙ্গলে কাঠ কুড়াতে গিয়েছিলেন। তারপর আর বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন এবং গ্রামবাসীরা বহু খোঁজাখুঁজি করার পর না পেয়ে বন দপ্তরে খবর দিলে বন দপ্তরের কর্মীরাও জঙ্গলে খোঁজাখুঁজি করে তাঁকে পাননি। রবিবার পুনরায় সকালবেলায় গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে জঙ্গলে খুঁজতে গেলে ওই গৃহবধূকে জঙ্গলের মাঝেই অর্ধনগ্ন অবস্থায় দেখতে পায় গ্রামবাসীরা। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় বিষ্ণুপুর থানায়। ঘটনাস্থলে যায় বিষ্ণুপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য। পরে মৃতার পরিবার বিষ্ণুপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে খুনের মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বধূকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়ে থাকতে পারে বলে দাবি পরিবারের। এই ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে তারা। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

ধৃতের পলিগ্রাফ প্রেসিডেন্সিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের পলিগ্রাফ পরীক্ষা হয়। রবিবার সকালে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে যায় সিবিআইয়ের একটি দল। অন্য দিকে, সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দপ্তরে আরও কয়েকজনের পলিগ্রাফ পরীক্ষা হয়েছে বলেও খবর। আরজি করের মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় আদালতের নির্দেশে তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআই। এই মামলার তদন্তের সূত্র ধরে বেশ কয়েকজনকে জেরা করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

ফের ধরনায় বিজেপি, ঘোষণা কর্মসূচির

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি-কর কাণ্ডের প্রতিবাদে একাধিক কর্মসূচি ঘোষণা বিজেপির। রবিবার শ্যামবাজারে পাঁচ দিনের ধরনার শেষ দিনে সুকান্তের ঘোষণা বুধবার থেকে ফের ধরনায় বসবে দল। এবার ধর্মতলা। পুলিশের অনুমতি না মিললে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিলেন সুকান্ত। তিনি বলেন, ‘যত দিন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ করছেন, তত দিন আমরা ধরনা চালিয়ে যাব। প্রয়োজনে আদালতের থেকে অনুমতি আদায় করে ধরনায় বসব।’ তবে শুধু কলকাতা নয়, বিজেপি চাইছে আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে রাজ্যের সব শহর ও গ্রামে প্রতিবাদ আনোদলন ছড়িয়ে দিতে। তবে আগামী মঙ্গলবার ‘পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ’-এর ডাকে নবান্ন অভিযানে যে দলের সমর্থন রয়েছে, তা স্পষ্ট করে ওই দিন কোনও কর্মসূচি নেই বিজেপির। প্রসঙ্গত, আরজি কর-কাণ্ডের পরে ১৬ অগস্ট শ্যামবাজারে ধরনায় বসতে চেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু অনুমতি ছাড়া সেই ধরনার জন্য পুলিশ মঞ্চ বাঁধতে না দেওয়ায় আদালত যায় বিজেপি। পাঁচ দিনের জন্য নিয়ম মেনে ধরনার অনুমতি মিলতেই বুধবার থেকে টানা ধরনার মধ্যেই

বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ভবন অভিযান করে বিজেপি। সোমবার জন্মাষ্টমীর দিন কোনও কর্মসূচি না থাকলেও, সন্ধ্যায় বিজেপি কর্মীদের পাশাপাশি রাজ্যবাসী যাতে আরজি করের নির্যাতিতার স্মরণে বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানোর আবেদন করেছেন সুকান্ত মজুমদার। আর ২৮ তারিখ থেকে ধর্মতলায় ধরনা শুরুর পাশাপাশি ওই দিনই মহিলা মোর্চার নেতৃত্বে রাজ্য মহিলা কমিশনের দপ্তরে তালা ঝোলানোর ডাক দেওয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচিতে দলের সব মহিলা বিধায়ক এবং প্রাক্তন মহিলা সাংসদদের হাজির থাকতে বলা হয়েছে। এর পরে বৃহস্পতিবার হবে জেলাশাসকের দপ্তর ঘেরাও কর্মসূচি। দলের সব জেলা নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পরে ২ সেপ্টেম্বর প্রতি ব্লকে অবস্থান বিক্ষোভ এবং ৪ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টা থেকে ১২টা রাজ্যের সর্বত্র দলের মণ্ডল স্তরের নেতৃত্বকে পথ অবরোধ করতে হবে। রবিবার শ্যামবাজারের মঞ্চ থেকে সুকান্ত বলেন, ‘এই ক’দিনেই আন্দোলন থামবে না। মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ না করা পর্যন্ত ধর্মতলায় যেমন ধরনা চলতে থাকবে, তেমনই রাজ্যের সর্বত্র বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হবে।’

অপরাধী যেন ছাড় না পায়, নারী-সুরক্ষায় সরব মোদি

নয়াদিল্লি, ২৫ অগস্ট: নারীদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় ফের সরব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ‘মহিলাদের নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়’ বলে রবিবার মহারাষ্ট্রের জলগাঁওতে ‘লাখপতি দিদি সম্মেলনে’ যোগ দিয়ে মোদি বলেন। তার পরেই রাজ্য সরকারগুলির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, ‘মহিলাদের ওপর অত্যাচার মেনে নেওয়ার নয়।’ নির্দিষ্ট কোনও রাজ্য বা ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেও, আরজি কর-কাণ্ডের আবহে প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

রবিবার ‘লাখপতি দিদি সম্মেলনে’ মোদি বলেন, ‘আমি প্রতিটি রাজ্য সরকারকে আবারও বলছি, মেয়েদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না।’ তিনি বলেন, ‘আমি আপনাদের নিশ্চিত করছি, মহিলাদের ওপর সবরকম অত্যাচার বন্ধ করে রাজ্য সরকারগুলির পদক্ষেপে পাশে আছে কেন্দ্র। আমাদের সরকার অপরাধীদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর।’ তাঁর সংযোজন, ‘কে অপরাধী, সেটা বড় বিষয় নয়। তবে তারা যেন ছাড় না পায়।’

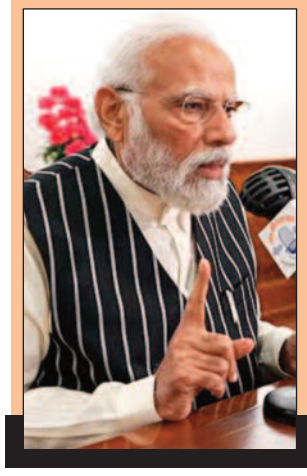

আমি প্রতিটি রাজ্য সরকারকে আবারও বলছি, মেয়েদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। আমি আপনাদের নিশ্চিত করছি, মহিলাদের ওপর সবরকম অত্যাচার বন্ধ করে রাজ্য সরকারগুলির পদক্ষেপে পাশে আছে কেন্দ্র। আমাদের সরকার অপরাধীদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর। কে অপরাধী, সেটা বড় বিষয় নয়। তবে তারা যেন ছাড় না পায়।

নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, ‘সমাজ থেকে এ ধরনের মানসিকতা মুছে গেলে তবেই আমরা এই অত্যাচার বন্ধ করতে সফল হব।’ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার কথা উল্লেখ করে মোদির আরও বক্তব্য, ‘আগে এসব ঘটনার ক্ষেত্রে ঠিক সময়ে এফআইআর হত না। বিচারপ্রক্রিয়ায় গাফিলতি হত, দেরি হত। কিন্তু আমরা এসব কাজকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এগিয়েছে। এখন মহিলাদের ওপর যে কোনও রকম অত্যাচারের অভিযোগ নিয়ে থানায় না এসেও ই-এফআইআর দায়ের করার ব্যবস্থা হয়েছে।’

প্রসঙ্গত, ধর্ষণ রুখতে কড়া আইন আনার আর্জি জানিয়ে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে ১৫ দিনের মধ্যে যাতে দোষীর বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে শাস্তি নিশ্চিত করা যায়, সেই বিষয়ও চিঠিতে উল্লেখ করেন মমতা। এর আগে গত ১৫ অগস্ট, স্বাধীনতা দিবসের দিন লালকেল্লা থেকে দেশে ‘মা-বোনেদের’ ওপর অত্যাচার নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করেছিলেন মোদি। জাতির উদ্দেশে ভাষণে মোদী বলেন, ‘দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়েরা নেতৃত্ব দিলেও, কিছু উদ্বেগের বিষয়ও রয়েছে। আমি লালকেল্লা থেকে আমার যন্ত্রণার কথা বলতে চাই। মহিলাদের ওপর অত্যাচার নিয়ে আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে ভাবনাচিন্তা করা উচিত। এগুলির বিরুদ্ধে গোটা দেশ ক্ষোভ জানাচ্ছে। এই দেশ, সমাজ এবং রাজ্য সরকারগুলির গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি দেখা উচিত।’

আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে এক অভিনব প্রয়াস

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

আগমনী

একমাস ব্যাপী বিশেষ আয়োজন

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সেজে উঠবে দুর্গাপুজোর আঙ্গিকে রচিত কবিতা, ছোট গল্প, খাওয়া-দাওয়া, ফ্যাশন-সহ বিভিন্ন রচনায়।

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই ‘‘পুজোর লেখা’’ কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী | নোটিস

নাম পরিবর্তন

আমি Aloka Manna Das w/o Amit Manna, D/o Ashok Kr. Das যোগেন্দ্র নাথ কলোনী, কল্যাণী, নদীয়া, পিন-৭৪১২৩৫-র বাসিন্দা, গত ২১.০৮.২০২৪ তারিখে কল্যাণী কোর্ট থেকে Affidavit দ্বারা Aloka Das নামে পরিচিত হইলাম, Affidavit No. - 17 Aloka Das এবং Aloka Manna Das উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নোটিশ

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী সুব্রত গোস্বামী** গত ইং ৩১.১২.২০১৯ তারিখে খড়গপুর সাবরেজিষ্ট্রী অফিসের IV-419/19 নং রেজিষ্ট্রী আমমোক্তার নামা দ্বারা তাহার পরম বিশ্বস্ত **শুভানুধ্যায়ী রাকেস সিং** পিতা- ঁরামহরি সিং কে আমমোক্তার নিয়োগ করিয়াছেন। গত ইংরাজী ১৮.১০.২০২২ তারিখে মেদিনীপুর এ Sub Register অফিসে আমার মক্কেল **শ্রীমতী ইতি সিং** স্বামী- শ্রী জয়নারায়ন সিং সাং- টঁকিয়া ঝাড়েশ্বর মন্দির, পোঃ- নিমপুরা, থানা ও এ.ডি.এস.আর অফিস খড়গপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন নং- ৭২১৩০৪ কে বিক্রয় কোবলা দলিল যাহার নং-৭৭৫৫/২০২২, টেঁকিয়া মৌজার জে.এল নং- ১৩৫, হাল জরীপের ৬৭০ নং খতিয়ান রিঃ জরীপের ৫৫০/৭৫৫ দাগ হাল.এল.আর জরীপে ৭২৩ দাগের মধ্যে বাস্তু ২.৬৮ ডেঃ বাস্তু গৃহহীন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আমাকে লিখিত ভাবে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে। পরবর্তীকালে কাহারো কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

Mukti Pada Paul
তাং- 23/08/2024 **(Advocate)**
Enrolment No- F/4229 / 4323/2022
Midnapore Judge's Court, Paschim Midnapore, Mob No-9933944246

Affidavit Notice

I, Sk. USMAN, S/o Abdul Gaffar, residing at Unsani, Golabati Sekhpara, P.O. Unsani, P.S. Jagacha, Dist. Howrah, new P.S. Santragachi, Pin-711302 do hereby solemnly affirm declare vide an affidavit no. 4394, Date 22.08.2024 In the Court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Alipur that I have been owner and ocupier of a plot of land/ residential house by virtue of a deed of sale being No. 4214/2020 described as 1 kottha 3 chittaks 3 sft. comprised in Mouja Unsani, J.L. No. 10, R.S. Dag No. 4652 & 4653, L.R. Dag No. 5181 & 5182, L.R. Khatian No. 105, 5726, 5724, 5725, P.S. Jagacha, Dist. Howrah. I desire to mutate my name before the concerned authority BL & LRO in my favour and have the mutation certificate for the same property in my name. If any body else has/have any objection and/or claim demands over the said property please inform/ intimate me within 15 days from the publication this affidavit and my mutation case no. is MN/2024/0503/8413, dated 01.08.2024.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ- ৯৮৩১৯১৯৭৯১

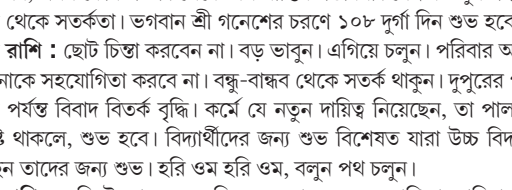

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬ শে আগস্ট, ১০ ই ভাদ্র সোমবার। জন্মাষ্টমী তিথি মুহূর্ত। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(শ্রী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথি মুহূর্ত।
ত্রিকালদর্শী শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী র পুন্য ভুমিষ্ঠ দিবস।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

অভয়ার মৃতদেহ সৎকারের অর্থ ও স্বাক্ষর তাঁর পরিবারের নয় শুভেন্দুর নিশানায় রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন ২৭ অগস্ট: নবান্ন অভিযানের আগে দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে হাওড়া সদর বিজেপির কার্যালয়ে এসে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র তোপ দাগেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু রবিবার হাওড়া থেকে সরাসরি রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ দেগে বলেন, 'আরজি কর কাণ্ডে মৃতার দেহ সৎকারের অর্থ পরিবারের সদস্যরাই দেয়, যদিও এক্ষেত্রে তারা দেয় নি। তাহলে কে দিল? পাশাপাশি দেহ সৎকারের নিবন্ধিকরণ প্রক্রিয়াতে পরিবারের কোনও সদস্যের স্বাক্ষর নেই। তাহলে কে স্বাক্ষর করেছিল সেই দিন?' এমনই প্রশ্ন তোলেন বিরোধী দলনেতা। এছাড়াও ঘটনার দিন থেকেই রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের তথ্য-প্রমাণ লোপাটের কাজ করে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, 'ঘটনার দিন রাতে তড়িঘড়ি নির্যাতিতার মৃতদেহ সৎকারের সময় যারা উপস্থিত ছিল শ্মশানে, তারা কেউ ওই এলাকার দায়িত্বে নেই। শুধু তাই নয় আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক বেনিয়ম তদন্তে রাজ্য সরকার যে চার আইপিএস অফিসার সদস্যদের নিয়ে সিট গঠন করেছিল তাতে অর্থনীতি সম্বন্ধিত কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন না, তাই আদালত সেই সিট বাতিল করে সিবিআইকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছে। আর সিবিআইকে আমি স্বাগত জানাই। দেশের সংবিধানে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত এই সংস্থা তদন্তের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলে, যা দেশের আইনসভাতে নির্ধারিত আছে। তাই তারা সেই পদ্ধতি মেনেই এই ঘটনার তদন্ত চালাবে। রাজ্য সরকার যে ভাবে এই ঘটনার তথ্য-প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করেছে তাও তদন্তে প্রকাশিত হবে। এছাড়াও ২৭ অগস্ট আপামর ছাত্র সমাজ থেকে সাধারণ মানুষ নবান্ন ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। এই কর্মসূচিতে কোনো দলীয় পতাকা থাকবে না।' বলেই জানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আরজি-কর হাসপাতালে কর্মরত মহিলা চিকিৎসকের সরকারী ধর্ষণ ও মৃত্যু ঘটানো হয়েছে বলেই অভিযোগ করেন শুভেন্দু।

হাওড়া অর্থোপেডিক হাসপাতালে রেল সুরক্ষা জওয়ানের সফল জটিল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার রাতে হাওড়া অর্থোপেডিক হাসপাতালের চিকিৎসক চন্দন পাঠক, অতিরিক্ত চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট এবং অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল একটি জটিল অস্ত্রোপচার সুসম্পূর্ণ করেন। যার মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরের এক রেল সুরক্ষা বিশেষ বাহিনীর জওয়ানের অঙ্গহানী থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

সূত্রের খবর, একটি গুরুতর সড়ক দুর্ঘটনায় জড়িত রোগীকে আসানসোল থেকে পূর্ব রেলের হাওড়া অর্থোপেডিক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। এসিএল, পিসিএল, এলসিএল এবং এমসিএল-সহ একাধিক ছেঁড়া লিগামেন্টের সঙ্গে একটি প্যাটেলার টেন্ডন অ্যাভালশন সহ রোগীর পোস্টেরিয়র হাঁটু ডিসলোকেশন দেখা দেয়। উপরন্তু, কম্পার্টমেন্ট সিন্ড্রোমের আসন্ন ঝুঁকি ছিল। হাসপাতালে আসার আগে রোগীর অবস্থা গুরুতর ছিল। অ্যানেস্থেশিয়ার অধীনে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রেলের চিকিৎসক চন্দন পাঠক এবং তাঁর দক্ষ টিম-সহ একটি সুদ অস্ত্রোপচার করেন। অ্যাভুলসড প্যাটেলার টেন্ডন সফলভাবে টাইটানিয়াম সিউচার অ্যাঙ্কর ব্যবহার করে টিবিয়ার সাথে পুনরায় সংযুক্ত করা হয়, যা কোনও সম্ভাব্য পশ্চাদ্দেশীয় পুনঃস্থানচ্যুতিকে প্রতিরোধ করে। হাঁটুকে আরও স্থিতিশীল করার জন্য, একটি বাহ্যিক ফিক্সেটর প্রয়োগ করা হয়েছিল, অঙ্গটিকে সম্ভাব্য ইন্ট্রা-অপারেটিভ জাহাজের আঘাত থেকে রক্ষা করে। ডাক্তার পাঠক এবং তাঁর দলের বিশেষজ্ঞের নির্দেশনায় সম্পাদিত অস্ত্রোপচারটি সফল হয়। রোগী এখন স্থিতিশীল রয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে। ডক্টর পাঠক এবং ডক্টর মজুমদারের দ্বারা প্রদত্ত জরুরী হস্তক্ষেপ শুধুমাত্র অঙ্গটিকেই রক্ষা করেনি বরং মেডিক্যাল টিমের ব্যতিক্রমী সক্ষমতা এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে। রোগীর অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় ও তাঁকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা যত্নের মাধ্যমে দ্রুত সম্পূর্ণ নিরাময় করে তোলা সম্ভব হবে বলেই রেল সূত্রে জানান হয়েছে।

মিউজিক রিয়ালিটি শো ছাড়াই সুনাম অর্জন শিল্পী অনুষ্কা চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাত্র ২১ বছর বয়স। কোনও মিউজিক রিয়ালিটি শো ছাড়াই ইতিমধ্যে নাম কুড়িয়েছে বাংলায়। বর্তমান প্রজন্মের একজন উদীয়মান শিল্পী অনুষ্কা চক্রবর্তী। শিল্পীর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষার মাধ্যমে হাতেখড়ি। এরপর তার ধীরে ধীরে গানের প্রতি ভালোলাগা ও ভালোবাসা আসতেই সে বাংলা লোকসংগীতর প্রেমে পড়েন। লোকসংগীত শিক্ষা আরম্ভ করে গুরু শ্রী অভিজিৎ বসুর কাছে। ইতিমধ্যেই বাংলা সঙ্গীত মেলা, কলকাতাবই মেলা, নিউটাউন বই মেলা,সবালামেলা, পানিহাটি উৎসব, দমদম সঙ্গীত মেলা, জগদ্দল উৎসব, চেটেপুটে খাদ্য মেলা, বাহারে আহারে খাদ্যামেলা ইত্যাদি সম্মানীয় মঞ্চের মতো বহু বড় মঞ্চে অনুষ্কা তাঁর গান পরিবেশন করে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। পুজোর আগে এবার অনুষ্কার প্রথম নতুন বাংলা মৌলিক গান 'ঘরে পরবাসী' আটলান্টিস মিউজিক কোম্পানির ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রকাশ পেল। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর গান সবার মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। ৩ দিনেই দশ হাজার দর্শক ও শ্রোতা দেখে ফেলেছেন। মেলোডি ভরা কণ্ঠে, সৌরভ বাবাই চক্রবর্ত্তীর মিষ্টি সুরে ও কাকলি চ্যাটার্জীর কথায় গানটি এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। গানটির ভিডিওটিতে অভিনয় করেছেন শিল্পী নিজেই। নায়কের চরিত্রে শুভদীপ পাল রয়েছেন। সমগ্রভাবে এই প্রজেক্ট ক্রমশ সাফল্য পাচ্ছে বলে জানিয়েছে গোটা টিম।

নন্দীগ্রামের তাজপুর সমবায় সমিতির নির্বাচন ছিল। নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ১৮ টি এবং বিজেপি ১৮ টি আসনে এবং সিপিআইএম ৭ টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। নির্বাচনের রেজাল্ট ঘোষণার পরে দেখা যায় বিজেপি ১৫টি আসন পায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস ৩টি আসন পায়।

আসানসোল ক্লাব নির্বাচন ২০২৫, বিরোধীদের আক্রমণ, ভবিষ্যত পরিকল্পনা জানালেন সভাপতি পদপ্রার্থী সোমনাথ বিশোয়াল

আসানসোল, ২৫ আগষ্ট: আসানসোল ক্লাবের নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনার পারদ একেবারে তুঙ্গে। এবারের নির্বাচন আবারও সভাপতি পদপ্রার্থী হয়েছেন বিদায়ী সভাপতি সোমনাথ বিশোয়াল। রবিবার দুপুরে তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। পুরো প্যানেল নিয়ে আসানসোল ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে সোমনাথবাবু বলেন, এবারও আমি সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি।নিয়ম মতো আসানসোল ক্লাবের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এটাই হবে আমার শেষ লড়াই। এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরে আরো দু বছর আর আসানসোল ক্লাবের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো না বলে তিনি জানান। তিনি আরো বলেন, গত ১০৫ বছরের ইতিহাসে আসানসোল ক্লাবে সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন হয়েছে গত ৪ বছরে। এই ঐতিহাসিক আসানসোল ক্লাবে যে উন্নয়ন হয়েছে তিনি তার আগের মেয়াদের কিছু কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেন। যেমন আসানসোল ক্লাবে ১০ টি ফাইভ স্টার রুম তৈরি করা হয়েছে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর রেস্তোরাঁ, পাঁচতারা রান্নাঘর, দুটি নতুন লিফট,সুইমিং পুলের ওপরে ম্যারেজ হল, শেড তৈরি করা হয়েছে। এমন অসংখ্য কাজের তালিকা তুলে ধরে তিনি বলেন, এই উন্নয়নমূলক কাজগুলো অব্যাহত রাখতে তিনি আরও একবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান। আবার সভাপতি পদে নির্বাচিত হলে তিনি ভবিষ্যতে প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে থাকবেন। আমরা এর জন্য আসানসোল ক্লাবের ফি কমিয়ে দেব। ক্লাবে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাইরের কাউকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। বিভিন্ন বিভাগ পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ নিয়ে তিনি বলেন যে যখন ক্লাবের ১০৫ তম বছর উদযাপন করা হবে, তখন সমস্ত বলিউড তারকাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এর সাথে, আসানসোল ক্লাবের প্রথম তলায় একটি ইনডোর ব্যাডমিন্টন কোর্ট তৈরি করা হবে।

চিকিৎসক তরুণী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ফুলবাগান থেকে মুরারীপুকুর পর্যন্ত মিছিল করলেন গুরুদাস কলেজের প্রাক্তণী ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা।

কলকাতা কর্পোরেট ক্রিকেট টিমের তরফে মৌন মিছিল কলকাতার রাজপথে

ছাত্রীর শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ঝুলে খোদ 'যুবরাজের' কেন্দ্রেই

অশোক সেনগুপ্ত

আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও হত্যায় দেশজুড়ে আলোড়ন ফেলেছে। এ ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নিতে প্রকাশ্যেই দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্রুত দোষীকে চিহ্নিত করে তাঁর বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে একাধিকবার সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। দলে যাঁর পরিচিতি 'যুবরাজ' হিসাবে। কিন্তু তাঁর লোকসভা নির্বাচনী কেন্দ্রের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়েই এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির দায়ে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি।

২০১৩-র ২৮ জানুয়ারি বিশেষ আইনবলে পূর্ব ভারতের প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ডায়মণ্ড হারবারের এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়। ২০১৪-এ ছ'টি বিষয়ে দু'বছরের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয়। এখন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ এবং বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত কেন্দ্র রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসি-র স্বীকৃতিও পায়।

সূত্রের খবর, এক গবেষিকার সঙ্গে এক কর্মীর অসদাচারণের পর হইচই হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি (আইসিসি) অভিযুক্ত ওই অশিক্ষক কর্মীর বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে। তাঁকে কর্তৃপক্ষ অন্য বিভাগে বদলি করে দেন। তাঁকে দুঃখ প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিতে বলার পর প্রথমে রাজি হননি। অনেকে বোঝানোর পর চিঠি দেন। কিন্তু তাঁর মনোভাব 'কী এমন করেছি' গোছের।

এক আধিকারিক এই প্রতিবেদককে বলেন, 'এরপর আইসিসি-র বৈঠকে অভিযুক্তকে ডেকে পাঠানো হলে তিনি আসেননি। এদিকে, কর্তৃপক্ষ অভিযোগকারিনীকেও নানাভাবে মানসিক শক্তি যোগানোর চেষ্টা করেন। অভিযুক্তর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনমণ্ডলির (ইসি) বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু উচ্চশিক্ষা দফতর ইসি বৈঠক না করতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে। তাই ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়টিতেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি।'

এই ইসি বৈঠক না করতে পারায় আটকে গিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আধিকারিকের নিয়োগ। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে সেই নিয়োগের জন্য যিনি বিবেচিত হন, তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ

আসে কর্তৃপক্ষের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসি আলোচনার পর বিষয়টি পাঠান রিভিউ কমিটিতে। এরপর সেটি ৬ মাসের মধ্যে ফের ইসি-র বৈঠক ডেকে সিদ্ধান্ত নিতে বলে রিভিউ কমিটি। কিন্তু ইসি-র বৈঠক হচ্ছে না। আটকে গিয়েছে ওই নিয়োগ।

সূত্রের খবর, ইসি বৈঠক হলে তাতে ছোট-বড় আরও অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত। যেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশে সহায়ক হতো। কেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরের কাছে বিশেষ অনুমতি চাওয়া হচ্ছে না? ইসি-র এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য জবাবে বলেন, 'বছরখানেক আগে এখানে ইসি-র বৈঠক ডাকার পর উচ্চ শিক্ষাদফতর রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসি-র বৈঠকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। যেহেতু এখানে ওই বৈঠক আগেই ডাকা হয়েছিল, সেটা করা হয়। এর জন্য রেজিস্ট্রারের কাছে বিকাশ ভবন কৈফিয়ৎ চেয়েছিল। তাই এখনই বিশেষ অনুমতি চাওয়া হচ্ছে না।'

ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য যে সমস্যাটা কর্তৃপক্ষকে সঙ্কটে ফেলেছে, তা হল অনিয়মিত বেতন। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন হতো মাসের শেষ দিনে। রাজ্যপাল-নিয়োজিত উপাচার্য এখানে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বেতন অনিয়মিত হতে শুরু করে। স্থায়ী কর্মী প্রায় ৯০ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব তহবিল থাকলে সেখান থেকে বেতন দিয়ে বেতনখাতে আসা টাকা তহবিলে রাখা যেত। কিন্তু নিজস্ব তহবিল নেই। আর সরকারের কাছে বেতনের টাকা চাইলে বলছে, বেতনখাতে টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। নবান্নে অর্থ দফতরের কাছে আবেদন করে আনাতে হবে।

জানুয়ারি থেকে এই অবস্থায় শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা ক্ষুব্ধ। বেতন মঞ্জুরের জন্য কেবল ফোন বা মেল করে লাভ হচ্ছে না। বিকাশ ভবন অথবা নবান্নে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিকে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে হচ্ছে। কর্মীদের প্রশ্ন, স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ হতে আরও কতদিন? তখন কি বেতন আবার সময়মতো পাওয়া যাবে? নাকি দেরিতে বেতনের যে ঘরানা তৈরি হয়েছে, সেটাই স্থায়ী অলঙ্কার হয়ে উঠবে ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের? এ সব নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য ডঃ কাজল দে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৬ অগস্ট ২০২৪ ৯ ভাদ্র ১৪৩১ সোমবার

সন্দীপ ছিলেন যেন আরজি কর হাসপাতালের 'মুখ্যমন্ত্রী'

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্নীতির অভিযোগে কার্যত সাঁড়াশি চাপে রয়েছেন সন্দীপ ঘোষ। হাইকোর্ট যাঁকে 'পাওয়ারফুল লোক' বলে সম্বোধন করেছে, সেই সন্দীপ সম্পর্কে মেডিক্যাল কলেজের এক প্রাক্তন কর্মী জানান, 'সন্দীপ ঘোষ ছিলেন আরজি করের মুখ্যমন্ত্রী।' নিজেকে নাকি তেমনটাই মনে করতেন তিনি।

আরজি করের মর্গে যাঁরা ক্লার্ক হিসেবে কাজ করেছেন তাঁদের একাংশের বক্তব্য, 'কীভাবে দুর্নীতি হয়েছে, তা চোখের সামনে দেখেছি। আর সন্দীপ ঘোষকে গুণ্ডা সর্দার বললেও ভুল হবে না। মর্গ থেকে ফার্মেসি- সব জায়গায় চলত দুর্নীতি। ভাল ডাক্তার হলেও, ওঁর পছন্দ না হলে বদলি করে দিতেন।' এখানেই শেষ নয়, প্রাক্তন ওই কর্মীর দাবি, হাসপাতালের গেটে প্রবেশ করা থেকে শুরু করে মর্গ পর্যন্ত নিজস্ব একটা 'সেট আপ' তৈরি করেছিলেন সন্দীপ ঘোষ। অর্থাৎ তাঁর কথামতোই সবটা চলত বলে দাবি করেন তারক। তাঁরা এও জানান, 'সুইপার টু সুপার- সবাইকে নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে নিয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ।' সন্দীপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁরা এও জানান, 'শুধু কাজে কর্মে নয়, হাবেভাবেও যেন মুখ্যমন্ত্রীই ছিলেন সন্দীপ। ওঁর লোকজন বলতে শুরু করেছিল, উনি আরজি করের মুখ্যমন্ত্রী। চারস্তরীয় নিরাপত্তা পেরিয়ে যেতে হত সন্দীপ ঘোষের কাছে।' প্রাক্তন কর্মীর দাবি, 'শুধু পুলিশ নয়, নিজের নিরাপত্তার জন্য ব্যক্তিগত বাউন্সারও রেখেছিলেন

প্রাক্তন অধ্যক্ষ। উনি যখন ঢুকতেন, তখন আগে ৩-৪ জন থাকত। তারা বলত, সরে যান সরে যান। ঠিক যেন মুখ্যমন্ত্রী ঢুকছে।'

এই সন্দীপ সম্পর্কে আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখ তার আলি শুধু নন, প্রাক্তন কর্মীরাও আরও নানা অভিযোগ আনেন। এর মধ্যে থানায় দায়ের হয়েছে আখতার আলির অভিযোগও। এরপরও কেন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে আরজি করে তরুণী চিকিৎসকে মৃত্যুর পর সন্দীপ ঘোষকে যেভাবে অন্য মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদ দেওয়া হয়, তা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট।

জোরাল হচ্ছে বেওয়ারিশ লাশ পাচারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে কান পাতলেই শোনা যায় সন্দীপ ঘোষের দাপটের কাহিনী। ছাত্র থেকে ডাক্তার, সবার ওপরেই চলত খ বরদারি। এমনকী হাসপাতালে পড়ে থাকা দাবিদারহীন মৃতদেহ নিয়েও নাকি চলত ব্যবসা। অভিযোগ নতুন নয়। আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি, যিনি হাইকোর্টে মামলা পর্যন্ত করেছেন, তাঁর অন্যতম অভিযোগ ছিল এই 'মৃতদেহের ব্যবসা' নিয়ে। বেওয়ারিশ লাশ পাচার করে দেওয়া হত বলে অভিযোগ তুলেছিলন তিনিও। আর একই রকম অভিযোগ তুললেন ওই হাসপাতালের মর্গের প্রাক্তন কর্মীরাও। তবে এই অভিযোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁরা জানান, এই ঘটনা প্রমাণ তাঁরা করতে পারবেন না। তবে শুনেছেন,

আনক্লেমড বডি থেকে অর্গান নিয়ে নেওয়া হত। পাঠিয়ে দেওয়া হত বেসরকারি হাসপাতালে।' সন্দীপ ঘোষের আমলেই এইসব শুরু হয় বলে দাবি করেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে ইএনটি বিভাগের ওয়ার্কশপের জন্য কয়েকটি মৃতদেহ চাওয়ার ঘটনার কথাও জানান তাঁরা। তৎকালীন এইচওডি ওই দেহ দিতে রাজি হননি। মৃতদেহের সম্মান নষ্ট হোক, তা তিনি চাননি। সেই সময় সন্দীপ ঘোষের বাহিনী চড়াও হয়েছিল বলেই জানাচ্ছেন তাঁরা। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং হুমকিও দেওয়া হয় বলে জানাচ্ছেন তাঁরা। দাবিদারহীন মৃতদেহ সৎকারের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সেটা মানা হত না বলেই অভিযোগ তাঁদের।

পুলিশ-গুণ্ডা-মমতা মিলে বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুলিশ, গুন্ডা আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিলে বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছে। আর জিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে রবিবার বিকেলে জগদ্দলে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন ক্রীড়াপ্রেমী অর্জুন সিং, গলায় মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের সিম্বল ঝুলিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলালেন। তিনি বলেন, 'মমতাকে সরাতে আগামী ২৭ আগস্ট ছাত্রসমাজ নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে। সেই আন্দোলন বাংলায় নতুন দিশা দেখাবে।' এদিন জগদ্দলের অকল্যান্ড মিল মাঠের

কাছ থেকে মিছিল শুরু হয়ে ঘোষ পাড়া রোড ধরে ভাটপাড়া মোড়ে মিছিল শেষ হয়। তরুনী চিকিৎসক হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে মিছিলে যোগ দিয়ে প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে বলেন, 'নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জড়িত সবাইকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। পাশাপাশি, তথ্য প্রমাণ লোপাটে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদেরও যথাযোগ্য শাস্তি দিতে হবে।' প্রাক্তন সাংসদ ছাড়াও মিছিলে ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, বিজেপি নেতা সঞ্জয় সিং, বিজেপি নেত্রী সোমা দাস প্রমুখ।

সিবিআই'তে নির্যাতিতার পরিবারের ভরসা আছে: সুভাষ সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিবার সকালে পানিহাটিতে নির্যাতিতার বাড়িতে আসেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা ডা সুভাষ সরকার। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ পানিহাটির অম্বিকা মুখ র্জি রোডের বাড়িতে প্রবেশ করেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরিজিৎ বক্সী-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। নির্যাতিতার বাড়ি থেকে ডা সুভাষ সরকার বলেন, 'সিবিআইয়ের ওপর নির্যাতিতার পরিবারের ভরসা আছে। রাজ্য সরকার তথ্য প্রমাণ সম্পূর্ণ লোপাট

করতে না পারলে, নিশ্চিতভাবে নির্যাতিতার পরিবার বিচার পাবে।' সুভাষ সরকারের বক্তব্য, 'সিবিআই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত করছে। সুতরাং প্রকৃত অপরাধীরা ধরা পড়বেই।'

ছাত্রীকে 'শ্লীলতাহানি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা শহরেই চলতি মাসের ২৩ আগস্ট রাতে এক নবম শ্রেণির ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল অজ্ঞাত পরিচিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, রাস্তা আটকে ওই কিশোরীর নাম, নম্বর চান অভিযুক্ত ব্যক্তি। নাবালিকা তা দিতে না চাইলে অভিযুক্ত হাত ধরে টানাটানি করে বলে অভিযোগ।

নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে আলিপুর এলআইসি কোয়াটারের কাছে ওই নাবালিকার গাড়ি আটকায় একটি লাল রংয়ের গাড়ি। পড়ুয়া সেখান থেকে বেরতে চাইলে অভিযুক্ত পথ আটকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে। এমনকী অভিযুক্ত নাবালিকাকে একটি কেক খেতে জোর করে। কিশোরী কোনওমতে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

পরিবারের অভিযোগ ভিত্তিতে তদন্তে নামে নিউ আলিপুর থানার পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। সেখ ানে অভিযুক্ত লাল গাড়িটিকে শণাক্তও করেন তাঁরা। গাড়ির সূত্র ধরে অভিযুক্তর সন্ধান পায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রলয় ঘোষ। বয়স ৫০ বছর। তিনি হরিদেবপুর থানার বিদ্যাসাগর পল্লির বাসিন্দা। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারা অনুযায়ী ও পকসো আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চালু হল গ্যালিফ স্ট্রিট হাটের ওয়েবসাইট

নিজস্ব প্রতিবেদন: পোষ্য বা গাছপ্রেমীদের কাছে রবিবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন। কারণ, প্রতি রবিবার গ্যালিফ স্ট্রিটে বসে পোষ্য ও গাছের হাট। বিভিন্ন প্রজাতির সারমেয়ই শুধু নয়, রঙিন মাছ, পাখি , খরগোশ, ইঁদুর, গিনিপিগ সবই মেলে সেখানে। পাওয়া যায় বহু গাছ। তবে এতদিন এই হাট চাক্ষুষ করতে সশরীরে যেতে হত হাটে। সময়ের অভাব ও দূরত্বের কারণে যাওয়া হয়ে ওঠে না সবসময়। কিন্তু ক্যালেন্ডারের পাতায় রবিবার এলেই যাদের মন টানে গ্যালিফ স্ট্রিট, তাদের জন্য রয়েছে সুখবর। রবিবার তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের হাত

ধরে উদ্বোধন হল এই গ্যালিফ স্ট্রিট সংক্রান্ত এক ওয়েবসাইটের। ফলে এবার বাড়িতে বসে অনলাইনেই ঘুরে আসতে পারবেন পোষ্য ও গাছের হাটে। এখানে দেওয়া ফোন নম্বরে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জানতে পারবেন শহরবাসী।

উল্লেখ্য, রবিবার ২৭৬ বছরে পড়ল এই পোষ্যের হাট। ওয়েবসাইট লঞ্চ নিয়ে উদ্যোক্তারা জানালেন, পোষ্যপ্রেমীরা এখন থেকে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই গাছ, রঙিন মাছ, কুকুর, পাখি, খ রগোশ, ইঁদুর, গিনিপিগ-সহ নানা প্রাণীর তথ্য জানতে পারবেন। বিক্রেতাদের সন্ধানও পাওয়া যাবে। পাঁচ লক্ষের বেশি মানুষ এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও তাঁদের উপার্জনও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

তিলত্তমা হত্যাকাণ্ডে বিচার চেয়ে পথে সাধু-সন্তরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি করকাণ্ডে নির্যাতিতার বিচার চেয়ে এবার পথে নেমে সোচ্চার হলেন সাধু-সন্তরা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সাধু-সন্তরা রবিবার বিকেলে খড়দহের শ্যামসুন্দর ফেরীঘাট থেকে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন। সেই মিছিলে পা মেলালেন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, ক্রীড়া প্রেমী-সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। প্রতিবাদ মিছিলটি পিডি মোড় হয়ে থানা রোড ধরে বিটি রোড হয়ে খড়দা পুরসভার সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে যোগ দিয়ে কলকাতার সনাতনী আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ বলেন, আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত শাস্তির দাবিতে তারা

পথে নেমেছেন। নারকীয় হত্যাকাণ্ডে যারা জড়িত তাদের কঠোর শাস্তির দাবি করছি। মহারাজ আরও বলেন, সিবিআইকে ঘটনার দ্রুত কিনারা করতে হবে। সেইসঙ্গে রাজ্য সরকারকেও তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। মৃত চিকিৎসকের নামে আর জি কর হাসপাতালে একটি স্মৃতি সৌধ স্থাপন এবং সোদপুর মেইন রোডে একটি স্মৃতি তোরন গড়ার এদিন দাবি করলেন শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ।

চিকিৎসক তরুণী হত্যার বিচারের দাবিতে ভাটপাড়ায় বামেদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি করকাণ্ডে বিচারের দাবিতে ভাটপাড়ায় পথে নামল বামেরা। রবিবার বিকেলে সিপিআইএমের ভাটপাড়া-জগদ্দল এরিয়া কমিটির ডাকে ভাটপাড়া পোস্ট অফিসের কাছ থেকে জগদ্দল থানা পর্যন্ত মিছিল করা হয়। উক্ত মিছিলে এদিন হাজির ছিলেন সিপিআইএমের রাজ্য কমিটির সদস্যা গার্গী চট্টোপাধ্যায়, জেলা কমিটির সদস্য নেপাল দেব ভট্টাচার্য ও রঞ্জিত মণ্ডল। এদিন তাঁরা ভাটপাড়া ও জগদ্দল থানায় একটি স্মারকলিপিও জমা দেয়। সিপিআইএমের জেলা কমিটির সদস্য রঞ্জিত মণ্ডল বলেন, 'রাজ্যে কেউ সুরক্ষিত নন। আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। তদন্তের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী চারদিন সময়

পেলেন। অথচ উনি ঠিকমতো তদন্ত করলেন না।' তাঁর অভিযোগ, 'ঘটনার জড়িত বড় বড় মাথাদের আড়াল করতে মুখ্যমন্ত্রী ময়দানে নামলেন। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে বাংলার জনতা বিচারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন।'

সন্দীপের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে বেলেঘাটার প্রতিবেশীরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: লাগাতার বাজাল কলিং বেল, ফোনেও মিলল না সাড়া। সাতসকালেই সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে গিয়ে প্রায় ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সিবিআই আধিকারিকদের। এতদিন ডাক পড়ছিল সিজিওতে, এবার একেবারে বাড়ির দরজায় কড়া নাড়লেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। খবর চাউর হতেই ভিড় জমতে শুরু করে সন্দীপের বেলেঘাটার বাড়ির সামনে। ৬টা ৪৫ মিনিট নাগাদ সিবিআই সন্দীপের বাড়িতে গেলেও প্রায় ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট পর ৮টা নাগাদ বাড়ির দরজা খুললেন সন্দীপ। এদিকে সিবিআইয়ের সামনেই আছড়ে পড়ল জনতার ক্ষোভ। সন্দীপের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলা বলেন, 'খ বর পেয়ে চলে এলাম। চাই এ ধরনের পাবলিক যেন দেশে না থাকে। এ রকম মানুষ থাকার থেকে না থাকাই ভাল।' একই সুর পাশে দাঁড়িয়ে আর এক ভদ্রলোকের

গলাতেও। স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'এ লোকের শাস্তি চাই।' তবে যে প্রশ্নটা সবার মুখে মুখে তা হল, 'এত বড় কাজ করেও খোলা হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কী করে! সেটাই তো দেখ ছি। এদের ধরে ফাঁসি দেওয়া উচিত।' আর একজন বলেন, 'ম্যাজিক দেখ তে এসেছি। পিসি সরকারের ম্যাজিক দেখেছি, এবার এর ম্যাজিক দেখতে এসেছি। এ যে কী ম্যাজিক করেছে তা সারা বিশ্ব দেখছে। সিবিআই তদন্ত করে লাভ নেই। এর ফাঁসি দেখতে চাই।'

প্রসঙ্গত, হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে সিবিআই এর দুর্নীতি দমন শাখ া সন্দীপের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছিল। রুজু হয়েছিল আর্থিক দুর্নীতির মামলা। একদিন আগেই আলিপুর আদালতে সেই এফআইআর এর কপি দেওয়া হয়। আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট (নন মেডিক্যাল) আখতার আলি দীর্ঘদিন আগেই অভিযোগ করেছিলেন। তার ভিত্তিতে তিলোত্তমা কাণ্ডের পরে সিট গঠন করেছিল রাজ্য। এই সিট গঠন নিয়ে প্রশ্ন তুলে আবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আখতার। তাঁর দাবি ছিল, তদন্ত করতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। তার আবেদনে সাড়া দেয় কোর্ট। তারপরই তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে।

নজরে ফরেন্সিক মেডিসিনের চিকিৎসক দেবাশিস সোমও

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিবিআইয়ের আতস কাচের তলায় ফরেন্সিক মেডিসিনের চিকিৎসক দেবাশিস সোম। প্রসঙ্গত, আখতার আলির দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে এবার দুর্নীতির তদন্তে নেমেছে সিবিআই। সেই তদন্তের ভিত্তিতে সন্দীপ ঘোষের পাশাপাশি দেবাশিস সোমের বাড়িতেও হানা দেয় সিবিআই। সিবিআইয়ের ৫ সদস্যের তদন্তকারী দলকে এদিন সিআইএসএফ জওয়ানদের নিয়ে দেবাশিস সোমের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে দেখা যায়।

কেষ্টপুরের এজি ২৪৩ নম্বর বাড়িতে থাকেন দেবাশিসবাবু। এদিন সেখানেই হানা দেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকেরা। সূত্রের খ বর,সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের খুঁটিনাটি, কতদিন থেকে চেনাজানা, এ ধরনেরই নানা উত্তরের খোঁজ করছেন তদন্তকারীরা। প্রসঙ্গত, এই দেবাশিস সোম আবার স্বাস্থ্য নিয়োগ বোর্ডে রয়েছেন। যার চেয়ারম্যান সুদীপ্ত রায়। যিনি আবার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। পাশাপাশি এখবরও মিলছে, এই দেবাশিস সোম ৯ অগাস্ট ঘটনার দিন আরজি করে উপস্থিত ছিলেন সকাল থেকেই। তিলোত্তমার ময়নাতদন্তের

সময়েও তাঁর উপস্থিতি ছিল বলে জানা যাচ্ছে। সেদিন তাঁর সঙ্গে একাধিকবার তদানন্তীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে ফোনেও কথা হয় বলে খবর। সে কারণেই গোটা ঘটনায় তাঁর ভূমিকা কী ছিল, তা খ তিয়ে দেখতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

এদিকে, আবার দেবাশিস সোমের মতো ফরেন্সিক মেডিসিনের চিকিৎসক হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে চিকিৎসক মহলে।পাশাপাশি এও শোনা যাচ্ছে, হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডেও অনেক দুর্নীতি রয়েছে। অভিযোগ, সেই সমস্ত দুর্নীতির ফরেন্সিক এভিডেন্স সংক্রান্ত তথ্য-প্রমাণ লোপাটে পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করতেন দেবাশিস। এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতেই হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এই অভিযোগের বাস্তব ভিত্তি আছে কিনা, আদৌ কতটা সত্যি, সন্দীপের সঙ্গে ফোনে কী কথা হয়েছিল, কেন তাঁর সঙ্গেই শুধু কথা, তা বোঝার চেষ্টা করছে সিবিআই। এখন দেখা যাক তদন্তে নতুন কী তথ্য উঠে আসে।

নবান্ন অভিযানের দিন নেট পরীক্ষা, সতর্ক কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার প্রতিবাদে ২৭ অগাস্ট নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে 'ছাত্র সমাজ'। যদিও এই নবান্ন অভিযানের প্রথম সারিতেই উপস্থিত থাকার কথা বিজেপির নেতাদের। এদিকে, নবান্ন অভিযান বাতিলের আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য। কিন্তু তা খ ারিজ করেছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হরিশ টন্ডন এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। এবিষয়ে রাজ্যকে হলফনামা জমা দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এদিকে, ওইদিনই রয়েছে ইউজিসি-র নেট পরীক্ষা। এবার তা নিয়েই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশেষ পোস্ট দিতে দেখা গেল কলকাতা পুলিশকে।

পোস্টে কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়, '২৭ অগাস্ট, ইউজিসি -র নেট পরীক্ষার পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা এবং বিকেল ৩টে থেকে ৬টা পর্যন্ত।

সেদিনই 'নবান্ন অভিযান'-এর আহ্বান জানিয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ' নামক গোষ্ঠী। এই অভিযানের কারণে যাতে কোনও নেট পরীক্ষার্থী তাঁদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে অসুবিধায় না পড়েন, সেই উদ্দেশ্যে রাস্তায় থাকবে পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা। কোনওরকম অসুবিধেয় পড়লে অনুরোধ, নিকটবর্তী পুলিশকর্মীর সাহায্য নিন অথবা নিকটবর্তী থানায় যোগাযোগ করুন।'

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার নবান্ন ও লাগোয়া এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকবেন ২১ জন আইজি এবং ডিআইজি পদমর্যাদার অফিসার, ১৩ জন এসপি বা ডিসি পদমর্যাদার অফিসার, ১৫ জন এডিসিপি বা এসিপি পদমর্যাদার অফিসার, ২২ জন এসি বা ডেপুটি এসপি পদমর্যাদার আধিকারিক, এমনকী, ২৬ ইনস্পেক্টরও।

বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকার নামে আর্থিক প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বকেয়া রয়েছে বিদ্যুৎ বিল। প্রথমে মেসেজ। তারপর ফোন। টাকা দেওয়া হয়নি এই ভয় দেখিয়ে ব্যাঙ্কের তথ্য নিয়ে তুলে নেওয়া হল প্রায় লক্ষাধিক টাকা। এই অভিযোগ তুলে বেহালা থানার দ্বারস্থ হন সিইএসসি'র এক গ্রাহক। সাইবার অপরাধের মামলা রুজু করে তদন্তে পুলিশ।

বেহালার আদর্শ পল্লীর বাসিন্দা প্রকাশ বণিক। তিনি সিইএসসি'র গ্রাহক। গত মাসের ইলেকট্রিক বিল টাকা বাকি আছে বলে সম্প্রতি তাঁর কাছে একটি মেসেজ আসে। বিষয়টি প্রথমে এড়িয়ে যান প্রকাশ। কারণ মোবাইলে ওই মেসেজ আসার আগেই বাকি থাকা টাকা তিনি পরিশোধ করে দিয়েছেন। কিন্তু এরপরেও অচেনা নম্বরে ফোন আসে তাঁর কাছে। ওপার থেকে বলা হয়, 'বিল মেটানো হয়নি।' শুনে টাকা দিয়ে দেওয়ার বিষয়টি জানান প্রকাশবাবু। একথা বলার পর জানানো হয়, 'টাকা জমা হয়নি। ইউপিআই আইডি দিন।' পুরো বিষয়টি নিয়ে ধন্দে পড়ে যান প্রকাশবাবু। এরপর বিদ্যুতের লাইন সত্যি কেটে দেওয়া হতে পারে এই ভয়ে নিজের ইউপিআই আইডি দিয়ে দেন। এরপরই অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয় ৯৯ হাজার টাকা। প্রাথমিকভাবে, এটা যে প্রতারণা হচ্ছে তা বুঝতে পারেননি তিনি। পরে ব্যাঙ্কের তরফ থেকে টাকা তোলার মেসেজ আসতেই বুঝতে পারেন প্রতারকদের পাতা ফাঁদে তিনি পা দিয়েছেন। এরপরই দ্রুত বেহালা থানার দ্বাস্থ হন। অভিযোগ শোনার পর পুলিশ কর্মীরা বুঝতে পারেন সাইবার প্রতারণার শিকার হয়েছেন ওই ব্যক্তি। এরপরই অভিযোগ নেওয়া হয় কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। তদন্ত চলছে।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারগুলি উজ্জীবিত রাখতে রাজ্যের কোনও হেলদোল নেই

এই রাজ্যে বর্তমানে বিভিন্ন জেলায় রাজ্য সরকারপোষিত দেড় শতাধিক গ্রন্থাগার আছে। গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক মিলিয়ে ওই সংখ্যার দ্বিগুণ থাকার কথা। কিন্তু বর্তমানে সেই সংখ্যা পঞ্চাশেরও কম। স্বাভাবিক ভাবেই কর্মীর অভাবে অধিকাংশ গ্রন্থাগারে তালা ঝুলছে। কোন্নগরে রামেন্দ্র পাঠভবন ও কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি নামে দু'টি গ্রন্থাগার আছে। এখানেও কোনও কর্মী নেই। অধিকাংশ গ্রন্থাগারে পঠনপাঠন ও বই নেওয়া-দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ। কিছু গ্রন্থাগারে অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও কমিটির লোক মিলে সপ্তাহে কয়েক দিন কয়েক ঘণ্টার জন্য গ্রন্থাগার খুলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে অবশ্য। কিন্তু সপ্তাহে প্রতি দিন পূর্ণ সময়ের জন্য খুলে না রাখার ফলে গ্রন্থাগারে পাঠক আসা ও বই নেওয়া-দেওয়া কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। অথচ, সরকারের এই নিয়ে কোনও হেলদোল নেই। দশ-পনেরো বছর আগে বই কেনার জন্য গ্রন্থাগার-পিছু সরকার থেকে সাড়ে উনিশ হাজার টাকা করে দেওয়া হত। বইয়ের মূল্য বর্তমানে আকাশছোঁয়া হলেও সরকার থেকে বই কেনার অনুদান এক টাকাও বাড়ানো হয়নি। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন মনীষীদের জন্মদিন পালন ও অনুষ্ঠান করার জন্য ১২০০ টাকা করে অনুষ্ঠান পিছু দেওয়া হত। তাতে যেমন এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে সংস্কৃতি চর্চা করা যেত, তেমনই গ্রন্থাগারে বইপ্রেমী রা আসার একটা সুযোগ পেতেন। করোনাকালীন অবস্থার পরে তা-ও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্য লাগে, রাজ্য সরকারের খেলা, মেলা, পুজোয় অনুদান দেওয়ার সময় অর্থের অভাব পড়ে না, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে পিছপা হয় না। কিন্তু গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মী নিয়োগের বেলায় এত টালবাহানা কেন? কেন গ্রন্থাগারগুলি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে না রাজ্য সরকার? সরকার কি চায় না বইপ্রেমীরা গ্রন্থাগারে নিয়মিত আসুন, তাঁদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠুক?

শব্দবাণ-২৬

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অপরিচিত, চেনা বা জানা নয় এমন ৩. চিকিৎসক ৫. উদ্যান, উপবন ৬. পার্থক্য ৭. তুল্য, সদৃশ ৯. খুন ১১. শক্ত, দৃঢ় ১২. ব্যাংকের সিন্দুক।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কিংবা ২. পাইয়ে দেওয়া ৩. ডাকু ৪. শোভান্বিত বা আনন্দময় ৭. প্রতিজন ৮. রাশিচক্রের এক রাশি ৯. আবর্জনা ১০. ফাজিল লোক ।

সমাধান: শব্দবাণ-২৫

পাশাপাশি: ২. মঙ্গলসূত্র ৩. রন্ধনশালা ৬. তপনতাপ ৭. আলটপকা।

উপর-নীচ: ১. টুলোপণ্ডিত ২. মনোরঞ্জন ৪. নবপত্রিকা ৫. লাবণ্যময়।

জন্মদিন

আজকের দিন

মাদার টেরিজা

১৯১০ *বিশিষ্ট সমাজসেবী নোবেলজয়ী মাদার টেরিজার জন্মদিন।*
১৯২০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মানেকা গান্ধির জন্মদিন।*

রডা অস্ত্রের খোঁজে

অশোক সেনগুপ্ত

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা রডা অস্ত্রাগারের অধ্যায়। অনেকে ভুলে গিয়েছেন সেই রোমহর্ষক ইতিহাস। ২৬শে অগস্ট পূর্ণ হচ্ছে তার ১১০ বছর।

১৯১৪ সালের ওই দিন। সকাল সোয়া এগারোটা। ডালহৌসির অফিসপাড়ায় প্রাত্যহিক ব্যস্ততার পরিচিত দৃশ্যপট।

রডা কোম্পানির বিশ্বস্ত কর্মচারী শ্রীশ চন্দ্র (হাবু) মিত্র যাবতীয় নথিপত্র নিয়ে হাজির কাস্টমস হাউসের সামনে (বর্তমানে নেতাজী সুভাষ রোডের যেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিস, তার অদূরেই)। হাবুর আদবকায়দা ছিল সাহেবি। ট্রাউজার, ধোপদুরস্ত হাফ শার্ট, পায়ে চকচকে বুটজুতো। বাহারি গোঁফ একটা ভারিক্কি ভাব এনেছিল বলিষ্ঠ চেহারায়। প্রথম দর্শনে সমীহের উদ্রেক হওয়া সঙ্গত।

সাতটি গরুর গাড়ি আনা হয়েছে মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য। সপ্তম গাড়িটি মিনিটপাঁচ দেরি করেছে আসতে। বিরক্ত হাবু বাজখাঁই ধমক দিয়েছেন গাড়োয়ানকে। ২০২টি কাঠের পেটি খালাস হল মালসমেত। ১৯২টি পেটি বোঝাই হল প্রথম ছ'টি গাড়িতে। দেরিতে আসা সপ্তম গাড়িতে বাকি ১০টি। সব কয়টি পেটিতেই কোম্পানির আদ্যক্ষর 'RBR'।

লালবাজার থেকে বড়জোর একশো-দেড়শো মিটার দূরত্বের কাস্টমস হাউস থেকে সাতটি গাড়ির সারি রওনা দিল ভ্যালিটার্ট রো-র গুদামের উদ্দেশ্যে। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ গাড়ির মাঝামাঝি পায়ে হেঁটে তদারকিতে হাবু। মূল সড়ক থেকে ডানদিকে গুদামের রাস্তা ধরল প্রথম ছ'টি গাড়ি। সপ্তম গাড়ি সবার অলক্ষ্যে সোজা চলল পূবদিকে। ম্যাংগো লেন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট পেরিয়ে চাঁদনি চকের পাশ দিয়ে ওয়েলিংটনের নিকটস্থ মলঙ্গা লেনের পথে। মিশন রো অথবা গণেশচন্দ্র এভিনিউয়ের অস্তিত্ব ছিল না তখন।

গরুর লেজ মুড়িয়ে দ্রুত চালাচ্ছিলেন গাড়োয়ান। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। পকেটে খৈনির ডিবে। হাতের চেটোয় চুনের দাগ। গলায় ধুকধুকি। সাজটা জব্বর হয়েছে। গত রাতের কথা ভেবে নিজের মনেই হেসে ফেলেন।

গুদামে পৌঁছে হিসাব মিলাতে গিয়ে মাথায় হাত হাবুর। সাত নম্বর গাড়িটা কোথায়? ওটাতেই তো আসল জিনিস ছিল, রওনা হওয়ার আগে চালান দেখে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। দশটি পেটি ছিল। আটটিতে নম্বর ছিল ৩৯৬ থেকে ৪০৩। প্রতিটিতে ৫০০০ করে মাউজারের গুলি। ৪০৪ নম্বর পেটিতে ছিল ৬০০০ গুলি। বাকি একটি পেটির নম্বর ছিল ৮২৮, যার মধ্যে ছিল .৩০০ বোরের ৫০টি মাউজার পিস্তল। সব মিলিয়ে ৪৬,০০০ গুলি আর পঞ্চাশটা মাউজার লোপাট?

সপ্তম গাড়ির খোঁজে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লেন হাবু। এবং আর ফিরলেন না। ফেরার কথাও ছিল না। তিনিই তো লুঠের প্রধান কুশীলব! শ্রীশ চন্দ্র (হাবু) মিত্রের জন্ম ১৮৯০ সালে হাওড়ার রসপুর গ্রামে। 'আত্মোন্নতি সমিতি'-র অনুকূলচন্দ্র মুখার্জী থাকতেন ৩৯, মলঙ্গা লেনে। দেশপ্রেমের মন্ত্রে সদ্য যুবকদের দীক্ষিত করা ছিল তাঁর অন্যতম কাজ। পাড়ার ডানপিটে ছেলে হাবুর উপর নজর পড়ল অনুকূলের। নিয়ে গেলেন সমিতির আখড়াতে। প্রশিক্ষণ চলল মুষ্টিযুদ্ধ-লাঠিখেলা-শারীরিক কসরতের।

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির এক সুহৃদ রডা কোম্পানির কর্মী ছিলেন। যাঁর মধ্যস্থতায় ১৯১৩ সালের অগস্ট মাসে রডা কোম্পানিতে চাকরি হল হাবুর। মাসিক বেতন সাকুল্যে তিরিশ টাকা। কর্মনিষ্ঠায় অল্পদিনেই পদে উন্নতি হল দ্রুত, দায়িত্ব পেলেন আমদানি হওয়া মাল খালাসের। ১৯১৪ সালের অগস্ট পর্যন্ত অন্তত ৪০ বার মাল খালাস করেছিলেন পেশাদারি নৈপুণ্যে। মালিকের বিশ্বাস আর আস্থা অর্জন করেছিলেন অনায়াসে।

জাহাজে মাউজার পিস্তল আর গুলি আমদানির খবর হাবুই জানালেন অনুকূলচন্দ্রকে। অস্ত্র লুঠের নিখুঁত ছক কষলেন বিপ্লবীরা। ছাতাওয়ালা গলির গোপন সভায় হাবুও ছিলেন। সভা শেষের কিছু পরে,সেই রাতেই আবার বৈঠক বসল হাবু মিত্রের বাড়িতে। সিদ্ধান্ত হল, অনুকূল একটি গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করবেন। বিহারী গাড়োয়ানের বেশে সেই গাড়ি চালাবেন হরিদাস দত্ত।

গাড়ির অদূরে কোমরে গোঁজা রিভলভার সমেত দু' পাশে হাঁটবেন শ্রীশ পাল এবং খগেন দাস। চার বিপ্লবী — সুরেশ চক্রবর্তী, বিমান ঘোষ, আশুতোষ রায় এবং জগৎ ঘোষের উপর দায়িত্ব পড়ল ডালহৌসি স্কোয়ারের আশেপাশে সাদা পোশাকের গোয়েন্দাদের উপর নজর রাখার। কোনও রকম বিপদের আভাস পেলেই যাঁরা চিৎকার করে গান ধরবেন হরিদাস দত্ত-শ্রীশ পালদের সতর্ক করে দিতে।

'কাঞ্জিক.নেট' জানাচ্ছে, ২৬শে আগস্টের পরিকল্পনা গৃহীত হতেই শ্রীশ পাল হরিদাস দত্তকে নিয়ে ২৫ আগস্ট, রাতের অন্ধকারে যান মার্কাস স্কোয়ারের পশ্চিম দিকের মারোয়াড়ী হোস্টেলে। কলেজ পড়ুয়া প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা মারোয়াড়ী ছাত্রনিবাসের বোর্ডার, এবং বিপ্লবী দলের কর্মীও। তাঁর ওপরই ভার পড়ল হরিদাস দত্তকে রাতে রেখে দেবার জন্য এবং একই সাথে তাকে পর দিন সকালের মধ্যে খাঁটি হিন্দুস্থানী গাড়য়ানের সাজে সাজিয়ে পূর্বনির্ধারিত স্থানে পৌঁছে দেবার। পর দিন ২৬ আগস্ট হিম্মৎসিংকাজির বিশ্বস্ত এক ক্ষৌরকারের সাহায্যে হরিদাস দত্তের চুল হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানের মতো ছোট ছোট করে ছেঁটে দেওয়া হল, যাতে হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানের সাথে তাঁর কোন প্রভেদ না থাকেদ (১০ অক্টোবর, ২০২০)। সমাজসেবামূলক ক্রিয়াকর্মে নিবেদিত প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকা পরবর্তী কালে প্রখ্যাত সলিসিটর হয়েছিলেন। এতটাই চাতুর্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল অভিযান, কোম্পানির মালিক Mr. Prike ওয়াটারলু স্ট্রিট থানায় (তখনও হেয়ার স্ট্রিট থানার পত্তন হয়নি) দিনতিনেক পরে অভিযোগ জানানোর আগে পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও কিছু টের পায়নি লালবাজার। গাফিলতির অভিযোগে কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেই সরকার, জানতেন Prike সাহেব। হন্যে হয়ে খোঁজখবর করেও যখন হদিশ মিলল না খোয়া যাওয়া অস্ত্রের, পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

নগরপাল Fredrick Roch Halliday সহ লালবাজারের কর্তাব্যক্তিদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল খবর জানাজানি হওয়ার পর। বিশ্বযুদ্ধের বাজারে এত অস্ত্র বিপ্লবীদের হাতে চলে গেল দিনেদুপুরে, কলকাতা পুলিশের সদর দফতরের নাকের ডগা দিয়ে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে? লালবাজার সর্বশক্তি প্রয়োগ করল অস্ত্র উদ্ধারে। গোয়েন্দাদের রাতের ঘুম অন্তর্হিত হল টেগার্টের হুঙ্কারে।

উদ্ধার হওয়া ট্রাঙ্ক খোলার পর উচ্ছ্বাস অবশ্য ক্ষণস্থায়ী হল পুলিশের। গুলি গোনার পর দেখা গেল, সর্বমোট ২১,২০০ রাউন্ড। পরের দিন ৬১/১/১ কানুলাল লেনে বিপ্লবীদের গোপন ডেরা থেকে উদ্ধার হল আরও ১,০৪০ রাউন্ড। বছরের বাকি কয়েক মাসে দুটি পিস্তল এবং আরো ৯৬০ রাউন্ড গুলি বিভিন্ন জায়গায় খানাতল্লাশির পর। সব মিলিয়ে ২৩,২০০। বাকি গুলি? পিস্তল?

বাকি অস্ত্র এবং গুলি পাচার হয়ে গিয়েছিল লুঠের দিনই। পরিকল্পনামাফিক হরিদাস দত্ত গরুর গাড়ি নিয়ে পৌঁছেছিলেন মলঙ্গা লেনের কাছে কান্তি মুখার্জির লোহার গুদামের কাছে একটি মাঠে। বিপিনবিহারীর নির্দেশমতো তিন বিপ্লবী, সতীশ দে, বসন্ত দাস এবং জগৎ গুপ্ত কুলির বেশে পৌঁছলেন মাঠে। যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্রতায় কয়েকটি ঠিকাগাড়িতে সমস্ত পেটি বোঝাই করে নিয়ে গেলেন ৩৯, জেলেপাড়া লেনে ভুজঙ্গভূষণ ধরের বাড়িতে। মাঝরাত পর্যন্ত চলেছিল পিস্তল আর গুলি নতুন কেনা বেশ কয়েকটি স্টিলের ট্রাঙ্কে ভরার কাজ।

পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল কাঠের পেটিগুলি। বিপিনবিহারীর তত্ত্বাবধানে বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী দলের কাছে পরের কয়েকদিনে পৌঁছে গেল অত্যাধুনিক মাউজার এবং পর্যাপ্ত গুলি। যার কিয়দংশ পৌঁছেছিল বাঘা যতীনের কাছেও, যিনি তখন আক্ষরিক অর্থেই ব্রিটিশ সরকারের ত্রাস হয়ে উঠেছেন। যুগান্তরের সাথে সাথে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতি আবছা হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান প্রজন্মকে সেই স্মৃতি জানাতে আর তাদের অভিভাবকদের মনে করিয়ে দিতে কলম তো আমাদেরই ধরতে হবে!

ছবি : লেখক

যদুকুলের যদুশ্রেষ্ঠর আবির্ভাব

রথীন কুমার চন্দ

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন নারায়ণের অষ্টম অবতার। তিনি তার অবতার কালে ষোল কলা সম্পূর্ণ করেছিলেন, এমনকি রাম তার অবতার কালে ১৪ কালার সম্পূর্ণ করেছিলেন শুধুমাত্র রাবনকে ধ্বংস করার জন্য, নারায়ণ তার দুটি কলা কে লুকিয়ে রেখেছিলেন রাবণের প্রাপ্ত বর কে ভুল প্রমাণ করতে।

শ্রীকৃষ্ণ তার অষ্টম অবতার কালে যে ষোল কলা পূর্ণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ধৈর্য, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, পরোপকারিতা এগুলি তার মানব জন্মে গুণাবলী আকারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে দুর্যোধন যখন তার বিপদের সময় শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিলেন তখন তিনি নারায়নি সেনা দিয়ে দুর্যোধনকে সাহায্য করেছিলেন। তার মৃত্যুর যিনি কারণ হয়েছিলেন এবং এজন্য তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল তাকেও পর্যন্ত তিনি ক্ষমা করেছিলেন। নৃতাঞ্জনা হিসেবে কালীয় নাগ দমন কালে তিনি ১১ টি নৃত্যকলা নিদর্শন স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নৃত্য শুধু শারীরিক সক্ষমতাতেই সম্ভব হয় না হৃদয় থেকে নিত্য শিল্পের উদগাতা সেটা তিনি কালিয়া দমন কালে দেখিয়েছিলেন। সর্বনিয়ন্তা, দানশীল হিসেবে ও আমরা শ্রীকৃষ্ণকে তার অবতার কালে ষোল কালা সম্পূর্ণ করতে দেখেছি।

অপরিচিতা, ধ্যানশীল হিসেবেও তিনি পরিচিত। ধ্যানশীল কলায় তিনি যোগেশ্বর হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। ডিটাচমেন্ট কলায় তিনি দুর্বাসা মুনির কাছ থেকে যে সাপ পেয়েছিলেন তার জন্য তার প্রিয় পুত্রর থেকে ১২ বছরের নির্বাসন তিনি মেনে নিয়েছিলেন।

শান্ত স্নিগ্ধভাবে তিনি জীবনের বহু যুদ্ধ এবং কঠিন সময় নিজেকে সামলে ছিলেন

আবির্ভাব থেকে অন্তিমকাল পর্যন্ত ঘটনাবহুল, সংস্কারক ও পরিত্রাতা হিসাবে আজো তার সমাজে ভূমিকা অমলিন। পাচ হাজার বছরের জন্মদিবসে তাকে আমরা স্মরণ করছি, সমাজের শকুনি আর দুর্যোধন চরিত্রদের নিশ্চিহ্ন করতে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন সে ব্যাপারে আমাদের কোন মাথাব্যাথা নেই।

টেনশ্যান লেনে কা নেহি, তাই মাথাব্যাথা নিয়ে মাথাভারী করার দরকার থাকে না। যদুশ্রেষ্ঠকে গতানুগতিক ধারায় স্মরণ করে সামাজিক রীতি নীতির আদর্শ পালক ও ধারক হয়ে ওঠাই লক্ষ্য।

সমাজের শকুনি, দুর্যোধন, কংস ও দুঃশাসন চরিত্রের অভাববোধ কেউ করেননা, বরং সামাজিক ধারাবাহিকতা এমন জায়গায় পৌছেছে যে না থাকলে অবাক হতে হয়। এদের চরিত্র মহাকাব্যে আলোড়িত, আলোচিত ও বহুচর্চিত।

বর্তমান সমাজে এই খল চরিত্রদের না আছে অপরাধের সীমা পরিসীমা, আছে শুধুই অপরাধকে সংগঠিত করে প্রশাসনকে বেগ দেওয়া যায়, কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলা যায়। এখানে অপরাধী তাদের জাত জানান দেয়। এই খল চরিত্রদের উপস্থিতি জানান দেয় 'হাম কিসিসে কম নেহি', প্রত্যেকে ওজনদারই দেখায় তাদের মগজাস্ত্রের।

কেউ কারোর চেয়ে কম যায় তাই জানান দিতে চায়। যদুশ্রেষ্ঠর অপরাধ দমন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনেই সাঙ্গ হয়েছিল। কৃষ্ণ যে কৌশলে অপরাধ দমনে সামিল হয়েছিলেন আজকে তার কৌশল কতটা যুগান্তকারী হতো, ধোপে টেকার জন্য কলকে পেতো কিনা, প্রশ্নচিহ্ন নাকি আশ্চর্যজনক চিহ্ন প্রযোজ্য হত সেটাই জিজ্ঞাসার।

তার আবির্ভাবের আলোয় আমরা আলোকিত হতে চেয়েছি কিন্তু পেরেছি কি ! পাচ হাজার বছর পর ভনিতার ভড়াং দেখিয়ে আবির্ভাব দিবস পালন করছি তার কর্মকে পালন করছি না, কর্মকে দূরে সরিয়ে রেখে অন্য বিধেয় অংশ পালনে ব্যাস্ততা দেখাচ্ছি। আবির্ভাব আমাদের কাছে আনুষ্ঠানিক উপস্থিতি ও পালনের প্রতিভূ।

শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করার পক্ষপাতি ছিলেন না, পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, ক্ষয় যা হচ্ছে তা ভালোর জন্যই হচ্ছেক্ষয়, যুদ্ধে সাধারণ মানুষের মৃত্যু তাকে নাড়া দিয়েছিল, কত মায়ের কোল খালি হবে, সিথির সিঁদুর মুছে যাবে, এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয় তার জন্য আন্তরিক চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না, তবু যুদ্ধের মত ক্রুর, রূঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।

অসম্ভাবী এই যুদ্ধ রুখতে তিনি দুধ পাঠিয়ে কৌরবদের এই যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিলেন।

মহিলা চিকিৎসককে হেনস্তার অভিযোগ, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্বস্থলী হাসপাতালে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও তাকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে ধৃত ১ ব্যক্তি। ধৃত ব্যক্তিকে রবিবার কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। আদালতের বিচারক ধৃতকে ২৭ তারিখ ফের কালনা আদালতে সিডি সমেত হাজির করার নির্দেশ দেয় পুলিশকে। জানা গিয়েছে, ধৃত ওই ব্যক্তির নাম নারায়ণ দাস। বাড়ি পূর্বস্থলী থানা এলাকায়। সম্প্রতি নিয়ে পারিবারিক বিবাদের জেরে মারধরের একটি ঘটনায়, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পূর্বস্থলী হাসপাতালে আহত হওয়ার রিপোর্ট নিতে গিয়ে মিথ্যা করে গুরুতর আহত হওয়ার রিপোর্ট লিখে দেওয়ার জন্য মহিলা চিকিৎসককে চাপ দেয়। কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসক তা লিখে না দিতে চাওয়ায়, মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং তাকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ওই মহিলা চিকিৎসক শনিবার পূর্বস্থলী থানায় অভিযোগ দায়ের করলে শনিবার রাতেই ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে রবিবার কালনা আদালতে পেশ করে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। ঘটনার প্রসঙ্গে পূর্বস্থলী হাসপাতালের বিএমওএইচ শুভ রায় জানিয়েছেন, মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং তাকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে ওই চিকিৎসক থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও ওই চিকিৎসকের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করা হলেও তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা যায়নি। অন্যদিকে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি কালনা আদালতে তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

পুজোর অনুদান বয়কট করল কোন্নগর মাস্টারপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: কোন্নগরে পুজোর অনুদান বয়কট। মাইক প্রচার করে ঘোষণা। কোন্নগর মাস্টারপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি পল্লিবাসীদের সভা ডেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে এবার পুজো অনুদান বয়কট করবে তারা। টোটোয় মাইক বেঁধে ফ্লেক্স ছাপিয়ে প্রচার করে অনুদান বয়কটের কথা প্রচার করেন পুজো কমিটির সদস্যরা।

এর আগে উত্তরপাড়া তিনটি পুজো কমিটি সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান করেছে। সেই উত্তরপাড়া থানা এলাকারই কোন্নগর মাস্টারপাড়ায় এবার পুজোর অনুদান প্রত্যাখ্যান করল।

পুজো কমিটির এক সদস্যা বলেন, 'উৎসব পরে আসে আগে আমাদের সম্মান। আমরা নারী আমরা বাইরে কাজ করি বা বাড়িতে থাকি আমাদের সম্মানের সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্মানও জড়িয়ে থাকে। সেই জায়গাটাতেই আঘাত আসছে। আমরা প্রথমে দোষীর শাস্তি চাই। কারণ শাস্তি না হলে এটা প্রমাণ হয়ে যায় অপরাধ করেও কোনও শাস্তি হয় না। আমরা এই ঘটনাটা থেকে সরতে পারছি না। তাই আমরা বলছি অনুদান না আগে মানুষ হিসেবে সেই মর্যাদা সেই মূল্যটা পাই।' ক্লাবের সদস্য কমল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের পুজো কমিটির মিটিং হয় সেখানে একজন মানুষও বলেনি অনুদানের পক্ষে। তাই সবাই মিলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে আমরা অনুদান বয়কট করব। সরকার যদি পরেরবার অনুদান না দিতে চায় তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা অনুদানের ওপর ভরসা করে পুজো করি না। প্রায় ৩৫০ পল্লিবাসী আছে আমাদের পুজো হয়ে যাবে। কিন্তু আগে এই ঘটনার বিচার চাই।'

রেল লাইনের ধারে উদ্ধার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: রবিবার অন্ডালের উখড়া রেলস্টেশন ও শংকরপুর রেল ফটকের মাঝে ও রেল লাইনের ধারে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ। মৃতদেহ উদ্ধারে এলাকায় চাঞ্চল্য। মৃত ব্যক্তির নাম রামকৃষ্ণ বর্ণওয়াল (৬৫)। এদিন সকাল ১০টা৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে অন্ডাল সাঁইথিয়া রেল পথের উখরা শংকরপুর রেল গেটের কাছে। রেল লাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে চলার সময় রেলের ধাক্কাতে ওই ব্যক্তি ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরপিএফ ও রেল পুলিশ। উখড়া স্টেশন ও রেল ফটকের একেবারে কাছেই রেল লাইনের খুব কাছ দিয়ে এক ব্যক্তি রেল লাইনের খুব পাশ ঘেঁষে হাঁটছিল। অথচ উখড়া স্টেশনে ও রেল ফটকের কাছে কর্মরত রেলের সুরক্ষা কর্মীরা কিছুই দেখল না। সুরক্ষা কর্মীদের কাজ নিয়ে এলাকাবাসীরা তুলছেন প্রশ্ন। অথচ খবর সংগ্রহে সাংবাদিক ঘটনাস্থলে পৌঁছলে রেলের সুরক্ষা কর্মীরা সাংবাদিকদের কাজে বাধা দেন। কেন ছবি তুলতে বাধা দিতে নিষেধ? উঠছে প্রশ্ন? অতঃপর রেল পুলিশ ও জিআরপি ময়না তদন্তের জন্য দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মৃত ব্যক্তির বাড়ি খান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়রা ডিপো এলাকায় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। শোকে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা।

চালকহীন চলন্ত গাড়ি ধাক্কা দিল ডিপোর গেটে, বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: দুপুর তখন প্রায় একটা, হঠাৎ করে ডিপোর গেট ভেঙে সোজা রাস্তায় নিয়ন্ত্রণহীন সরকারি বাস। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাসের চাকায় চুরমার হয়ে গেল রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি বাইক। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের জাতীয় সড়ক সংলগ্ন জুবিলি মোড়ের কাছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দিন দুপুর নাগাদ আসানসোল জুবিলি মোড়ের সংলগ্ন আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উল্টোদিকে এসবিএসটিসি বাসের ডিপো থেকে নিয়ন্ত্রণহীন একটি সরকারি বাস ওই ডিপোর গেট ভেঙে ডিপো সংলগ্ন স্যানরেলের রোডের ওপর চলে আসে। ওই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি বাইকে পিষে দিয়ে ডিভাইডারে গিয়ে ধাক্কা মেরে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় হল ওই চলন্ত বাসে কোনও চালক ছিল না।

প্রত্যক্ষদর্শী অজয় ঘোষ বলেন, হঠাৎ করে তাদের সামনে বেলাগাম অবস্থায় চলন্ত বাস তাদের দিকে আসতে দেখে কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচান। একই রকম পরিস্থিতি হয় আরো বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির। তিনি বলেন, বাস ডিভাইডারে ধাক্কা মারার পর বাস দাঁড়িয়ে গেলে বাসের দিকে গিয়ে তারা দেখেন ওই বাসে কোনও চালক নেই।

স্থানীয় কাউন্সিলর শ্রাবণী মণ্ডল খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে আসেন। ঘটনাস্থলের পাশেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা রাস্তার উপরে থাকা দোকানে খাবার খেতে আসেন এবং এখান থেকেই বাস বা অন্য গাড়ির ধারার জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন। কিন্তু রবিবার কলেজ ছুটি থাকায় সেখানে কোনও ছাত্র-ছাত্রী ছিল না তাই কোন বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটেনি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই এসবিএসটিসি গ্যারেজের এক কর্মী জানান, দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ হাওড়া ডিপোর ওই সরকারি বাস আসানসোলে যাত্রীদের নামানোর পর আসানসোল ডিপোতে আসে এবং এই বাসটি পুনরায় বিকেল তিনটে দশে আবার কলকাতার উদ্দেশ্যে যাওয়ার কথা ছিল। ওই বাসে স্টার্টিং প্রবলেম থাকায় মেরামতি করার জন্য ডিপোর গ্যারেজে আনা হয়, তারপরই এই ঘটনা ঘটে।

গণধর্ষণ : অভিযুক্তদের ২ দিনের জেল হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন বাঁকুড়া: অষ্টম শ্রেণির এক আদিবাসী ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগে চার আদিবাসী যুবককে গ্রেপ্তার করল বাঁকুড়ার ওন্দা থানার পুলিশ। ধৃত চার যুবককেই বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ। ধৃতদের দু'দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ আদালতের। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিমলাপাল থানা এলাকার বাসিন্দা অষ্টম শ্রেণির আদিবাসী এক ছাত্রী বাঁকুড়ার ওন্দা থানা এলাকায় থাকা এক আত্মীয়ের বাড়িতে আসে। গত ২০ অগস্ট বিকালে ওই ছাত্রী গ্রামের অদূরের রাস্তায় বেড়ানোর সময় আচমকাই চার যুবক তাকে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। পরে জঙ্গলের ভিতরে ওই ছাত্রীকে পরপর অভিযুক্ত তিন যুবক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় হিন্দু ঐক্য মঞ্চের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আরজি কর কাণ্ডের প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ও বাংলাদেশে ক্রমাগত হিন্দুদের ওপরে নারকীয় আক্রমণের প্রতিবাদে বঙ্গীয় হিন্দু ঐক্য মঞ্চের আহ্বানে রবিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে কৃষ্ণনগরের রাজপথে ঐতিহাসিক মহামিছিলে মানুষের ঢল। এদিনের মহা মিছিলে আনুমানিক প্রায় ৩০ হাজার লোকের সমাগম হয় বলে সংগঠন সূত্রে খবর। আর তাতে উপস্থিত ছিলেন মায়াপুর ইসকনের ভক্ত সহ কৃষ্ণনগর শংকর মিশনের স্বামী শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্মচারী মহারাজ ছাড়াও অন্যান্য সাধুসন্ত্ররা ও কৃষ্ণনগরের রাজমাতা অমৃতা রায়। রবিবাসরীয় মিছিলে মহিলা সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের লোকজনের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এ বিষয়ে বঙ্গীয় হিন্দু ঐক্য মঞ্চের পক্ষে পার্থিব মুখার্জি জানান, ঘটনার দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও এখনো পর্যন্ত কোনো কিনারা করতে পারেনি প্রশাসন, তাই আমরা এই মিছিলের মধ্যে দিয়ে দাবি রাখছি, গোটা ঘটনার তদন্ত দ্রুত শেষ করে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে তাদের কঠোর শাস্তি হোক।

তিনটি গ্রামকে অন্ধত্ব মুক্ত করার প্রয়াস খানাকুলের হাসপাতালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হেলান লায়ন্স আই হসপিটাল থেকে খানাকুলের তিনটি গ্রামকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিরাময়যোগ্য অন্ধত্ব মুক্ত গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হল। জামালপুর লায়ন্স সেবা আই হসপিটালের উদ্যোগে, হেলান লায়ন্স ক্লাবের ব্যবস্থাপনায়, ভিশন টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ও কগনিজেন্ট ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এই এলাকার ২৯ টি গ্রামে প্রায় সাত বছর ধরে এই কর্মসূচির কাজ চলছে। আগে আরামবাগ ব্লকের কিসমত খেদাইল গ্রামকে অন্ধত্ব মুক্ত গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। খানাকুল ব্লকের রঘুনাথপুর, কলিম্বা ও শ্রীরামপুর গ্রামকে নিরাময় যোগ্য অন্ধত্ব মুক্ত গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হল। অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর বিবেকানন্দ আশ্রমের সম্পাদক ব্রহ্মচারী সত্যচৈতন্য, রামমোহন ২ পঞ্চায়েতের প্রধান সুলেখা বক্সী, সাংবাদিক মোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। লায়ন্স ক্লাব অফ হেলান ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর চেয়ারম্যান দেবাশিস শেঠ জানিয়েছেন, বহুদিনের পরিশ্রমে আমাদের মিশন সাফল্যের মুখ দেখছে, এ অত্যন্ত আনন্দের কথা। কিন্তু এই প্রকল্প ধারাবাহিকভাবে চলতেই থাকবে। এই এলাকা অনুন্নত ও দারিদ্র প্রবণ এলাকায় হিসেবে চিহ্নিত। এখানে স্বাস্থ্য সচেতনতা অত্যন্ত দুর্বল। এরকম একটি জায়গায় মানুষকে সচেতন করে তাদের ঘরে ঘরে চক্ষু পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। সকলের সহযোগিতায় সেই কাজ আমরা সার্থকভাবে করতে পারছি সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। উপভোক্তাদের মধ্যে সত্তরোর্ধ্ব আমিনা বেগমের বক্তব্য, দুই ছেলে আমার চোখ অপারেশনের ব্যাপারে সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছিল না। এখান থেকে হাসপাতালের লোকেরা অনেক কষ্টে তাদের বুঝিয়ে রাজি করিয়েছেন। বিনা পয়সায় অপারেশন করিয়ে আজ আবার ভালো করে দেখতে পাচ্ছি। এদের ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না।

বিরোধী দলের নেতাদের অনেক বাকসংযমী হওয়া উচিত, মন্তব্য খাদ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: বিরোধী দলের নেতাদের অনেক বাক সংযমী হওয়া উচিত। যেকোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে বিরোধী দলের নেতাদের একটা বড় ভূমিকা নেওয়া উচিত। পরিস্থিতির সুবিধা নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা বা অশালীন মন্তব্য না করে সমস্যার সমাধানে দিশা দেখানো উচিত। সেই কাজ না করে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের বিরুদ্ধে দায়িত্ব জ্ঞানশূন্য মন্তব্য করার কোনও মানে হয় না। রবিবার মধ্যমগ্রামে একটি রক্তদান উৎসবে এসে আরজি কর প্রসঙ্গে এমনই মন্তব্য করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ।

তিনি বলেন, আরজি কর কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ প্রথম থেকেই বলেছেন। বর্তমানে আদালতের নির্দেশে তদন্ত ভার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই নিয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক। শুধু তাই নয় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে ঘুরিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী সহ গোটা তৃণমূল দল চায় অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। এই তদন্তের জন্য সিবিআই যেখানে বা যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন মনে করবে সেটা করবে। তা নিয়ে আমাদের কোনও মন্তব্য নেই। কেউ দোষ করলে সে সাজা পাবে বলে দাবি করেন খাদ্যমন্ত্রী। রক্তদান প্রসঙ্গে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তাতে রক্তদানের যেমন প্রয়োজন, তেমনি গাছ লাগানোর প্রয়োজনও খুব বেশি হয়ে পড়েছে।

বিদ্যালয়ে পালন করতে হবে 'স্বচ্ছতা পাখওয়াদা'

জেলা শিক্ষা অধিকারিকের দপ্তর থেকে এল নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিদ্যালয়গুলিতে পালন করতে হবে 'স্বচ্ছতা পাখওয়াদা।' দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে চলবে এই 'স্বচ্ছতা পাখওয়াদা' কর্মসূচি। ইতিমধ্যে জেলা শিক্ষা আধিকারিকের দপ্তর থেকে এই সম্পর্কিত একটি নির্দেশিকা সমস্ত বিদ্যালয়গুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বোঝাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে শিক্ষা দপ্তরের তরফে। জানা গিয়েছে, ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে 'স্বচ্ছতা পাখওয়াদা' কর্মসূচি। মূলত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিস্কার রাখা, প্লাস্টিক বর্জন, বৃক্ষরোপণ, স্বাস্থ্যবিধি মানা ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শৌচাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং এই সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতনতা জনমানসে ছড়িয়ে দিয়ে পরিচ্ছন্ন সমাজ গঠনে সাহায্য করা এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য। বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় ঘুরে এই কাজটিই সুন্দর ভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা বাস্তবায়িত করবে শিক্ষকদের সহযোগিতায়। সপ্তাহের বিভিন্ন দিনগুলিতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচিতে পড়ুয়াদের অংশগ্রহণের বিষয়ে নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Notice Inviting e-Tender

NIT No.: JOY2/03 of 2024-25, Date: 21.08.2024. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-Tender of 19 nos. of Work vide **Tender Id: 2024_ZPHD_738821_1 to 2024_ZPHD_738821_19** and Last Date of Bid Submission is **31.08.2024.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ -র রুল ৩০ অনুসারে]
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ
কেন্দ্র সরকার রিজিওনাল ডিরেক্টর ইস্টার্ন রিজিওন -এর সমক্ষে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৩০-এর সাব-রুল (৫) -এর ক্লজ (এ) -এর বিষয়ে
- এবং -
রাজকেশরীপ্রজেক্টস লিমিটেড (CIN: U45100WB2010PLC146017) যার নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা- ১৭৬/১৪/১৩৯, রায়পুর রোড ব্লক-বিএ,১৩৯, রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৯২ -এর বিষয়ে
.......**আবেদনকারী**
এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানি **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"মহারাষ্ট্র রাজ্য"** -তে তাদের রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনে সমর্থ হওয়ার জন্য ২০ই অগাস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তে কোম্পানির মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের বদলে নিশ্চিতকরণ চেয়ে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি দরখাস্ত করার মনস্থ করেছে।
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যদি কোনও ব্যক্তির স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তিনি তা জানাতে পারেন ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম পেশ করে এমসিএ২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বা ডেলিভারির কারণ বা রেজিস্টার্ড ডাকে প্রেরণ তাঁর (পুং/স্ত্রী) আপত্তি একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত যাতে থাকবে তাঁর (পুং/স্ত্রী) স্বার্থের ধরন এবং বিরোধিতার কারণ দেখিয়ে আঞ্চলিক অধিকর্তার কাছে, নিজাম প্যালেস, ২ এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল ,২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় এই নোটিস মুদ্রিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪(চৌদ্দ) দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে, সঙ্গে একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানিকে তাঁদের রেজিস্টার্ড অফিসে নিম্নে বর্ণিত ঠিকানায় :
১৭৬/১৪/১৩৯, রায়পুর রোড ব্লক -বিএ, ১৩৯, রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৯২।
রাজকেশরীপ্রজেক্টস লিমিটেড -এর আবেদনকারীর পক্ষে
স্বা/-
পঙ্কজ কুমার
ডিরেক্টর
DIN: 03410121
তারিখ: ২৬.০৮.২০২৪
স্থান: কলকাতা

SBI এসবিআই, আরএসিপিসি, চুঁচুড়া (৬৪১৫৩)
রোহরা প্লাজা, ১ম ফ্লোর, পৌর বাস স্ট্যান্ড, জে.সি. ঘোষ সরণি, চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০১। ই-মেইল: sbi.64153@sbi.co.in
পরিশিষ্ট ৪ {রুল-৮(১)} **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
লোন এ/সি নং-৩৭২৩৫৯৫৪৮১০(এইচবিএল),
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং-৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **১৩.০৬.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী যোগেশ চন্দ্র দাস, শ্রীমতি মীরা দাস, মোহিনী ভিলা, রঘুনাথপুর, মোগড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২৫১৩** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **৯,৯০,৫২৪.০০ টাকা (নয় লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশো চব্বিশ টাকা) ১৩.০৬.২০২৪** অনুযায়ী এবং তৎসহ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ ও ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২১ অগাস্ট, ২০২৪** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **৯,৯০,৫২৪.০০ টাকা (নয় লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশো চব্বিশ টাকা) ১৩.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** এবং তৎসহ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, চুঁচুড়া** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
'তিস্তা অ্যাপার্টমেন্ট' নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় ফ্লোরে একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২০১-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আচ্ছাদিত এলাকা ৬৮৮ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৮৬০ বর্গফুট সেইসঙ্গে জমির আনুপাতিক শেয়ার সহ যা মৌজা উত্তর চন্দননগর, জেএল নম্বর- ২১, এলআর খতিয়ান নম্বর-৩১১৪, ৩১১৩ এবং ৩১১৫, এলআর দাগ নম্বর- ১৭৮, ২০০ এবং ২০১ কোদালিয়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত, থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, এডিএসআর- চুঁচুড়া।
তারিখ: ২১.০৮.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: চুঁচুড়া, হুগলী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮- ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: সংঘমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, ই-মেইল আইডি: sanghamitra.gupta@sbi.co.in, মোবাইল নং- ৯৬৭৪৭৪১৯১৮
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬) ও রুল ৯(১) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধককিকৃত/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।
ই-অকশনের তারিখ ও সময়- তারিখ- ১১.০৯.২০২৪
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতার নাম	বকেয়া পরিমান	সম্পত্তি/পরিসম্পদের বিবরণ	
২.	**ঋণগ্রহীতা/ ইউনিট - সুব্রত সর্দার,** পিতা- অশ্বিনী কুমার সরদার, ৮৩, শিবপুর রোড, মন্দিরতলা বাস স্টপ, হাওড়া- ৭১১১০২ **এবং ধরসা মিহিরলাল খান ইনস্টিটিউশন ,** পোস্ট- জিআইপি কলোনি, থানা- জগাছা, হাওড়া- ৭১১১১২	**১৯,৪৩,৪৮৫.২৮ টাকা (উনিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশো পঁচাশি টাকা এবং আঠাশ পয়সা মাত্র)** ৩১.০১.২০২১ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	৬২৪ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের চতুর্থ তলার পিছনের দিকের স্বয়ংসম্বলিত ফ্ল্যাট এর সকল যার আছে ২ (দুই) রুম, ১ (এক) ডাইনিং-কাম-ড্রয়িং এরিয়া, ১ (এক) রান্নাঘর, ১ (এক) বাথ-কাম-প্রিভি, ১ (এক) বারান্দা মোজাইক ফ্লোর সহ সেইসঙ্গে জমিতে এবং সাধারণ এলাকায় অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ যা প্রেমিসেস নং ৮৩, শিবপুর রোড, থানা -শিবপুর, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১১০৪, ওয়ার্ড নং- ৩২, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এক্তিয়ারের অধীনে অবস্থিত। **ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে**	সংরক্ষিত মূল্য **১৯,১৭,০০০.০০ টাকা**; ইএমডি @ ১০% **১,৯১,৭০০.০০ টাকা**; বিড বৃদ্ধির পরিমান **১০,০০০.০০ টাকা**; পরিদর্শনের তারিখ: ০৪.০৯.২০২৪; যোগাযোগের ব্যক্তি: ৯৬৭৪৭৪১৯১৮ ৯৬৭৪৭১১৫২১

ক) বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটর এর ওয়েবসাইট- www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক https://ebkray.in অনুগ্রহ করে দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতা(গণ)কে https://ebkray.in -এ তার ইএমডির পরিমাণ ইবিক্রয়/পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের (ই-মেইল আইডি- support.ebkray@psballiance.com) দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে।
ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে বিস্তাবিত শর্তাদি দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়।
তারিখ:২৬.০৮.২০২৪ কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Bank of Baroda ব্যাঙ্ক অফ বরোদা সোনারপুর শাখা
ঠিকানা: আচার্য প্রফুল্ল নগর, এপিএস লাইব্রেরির বিপরীতে, পোস্ট+থানা- সোনারপুর, জেলা- ২৪ পরগনা (দঃ), পিন- ৭০০১৫০
ইমেল: rajpwb@bankofbaroda.com
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সোনারপুর শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক, ঋণগ্রহীতাগণকে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ ইত্যাদি উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, এখানে নিম্নে বিবৃত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন নিম্নে উল্লিখিত তারিখে উক্ত রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত এক্ট-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উক্ত পরিমান অর্থ ও তার উপর সুদ **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সোনারপুর শাখার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং লোন এ/সি নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**মেসার্স গ্রসারি শপ দশকর্মা মুদি ভান্ডার, স্বত্বাধিকারী- শ্রী জগদীশ শিকদার** ঠিকানা- বেতবেড়িয়া সুপার মার্কেট বেলেগাছি, থানা- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩৭৬ এবং **স্বত্বাধিকারী- শ্রী জগদীশ শিকদার** ঠিকানা- শক্তিপল্লী, বাঁশরা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩৩৬৩ এ/সি নং ৩৭১৯০৫০০০০০৩০৩(সিসি)	বন্ধকীকৃত বাণিজ্যিক স্থান/দোকান যার অবস্থান- হোল্ডিং নং ৩৮৫ এবং ৪২৩, আরএস ও এলআর দাগ নং ৯/১১৭, আরএস খতিয়ান নং- ১৪১, এলআর খতিয়ান নং- ৩২৪, মৌজা- বেতবেড়িয়া, জেএল নং-১৩৯, বারুইপুর সমিতির অধীনে বেলেগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৭৬ এবং একটি বাণিজ্যিক স্থান/দোকান যার অবস্থান-হোল্ডিং নং- ৩৮৫, আরএস ও এলআর দাগ নং- ১১৭, আরএস খতিয়ান নম্বর- ১৪১, এলআর খতিয়ান নম্বর- ৩২৪, মৌজা- বেতবেড়িয়া, জেএল নং- ১৩৯, বারুইপুর সমিতির অধীনে বেলেগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতে, থানা- বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৭৬	১) ১২.০৬.২০২৪ ২) ২৩.০৮.২০২৪ ৩) (এ/সি নং- ৩৭১৯০৫০০০০০৩০৩ (সিসি) **১৪,৯৯,৪৬৯/- টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ নিরানব্বই হাজার চারশো ঊনসত্তর টাকা মাত্র) ১৪.০৬.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ এবং অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ।
২.	**শ্রী কমল সরদার** ঠিকানা-গ্রাম বেগমপুর উত্তর পাড়া, পোস্ট- বেগমপুর, থানা- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৩৮৭ **এ/সি নং - ৩৭১৯০৬০০০০০৪১১ (এইচবিএল টিএল) ৩৭১৯০৬০০০০০৫২৬ (টিএল টপআপ এইচবিএল)**	তথায় থাকা দুই তলা বিল্ডিং সহ ৪ কাঠা বা ০৬ এবং ½ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা বেগমপুর জেএল নং- ২৯, তৌজি নং- ২৫০, এলআর- খতিয়ান নং- ৪৩৭৬, হোল্ডিং নং- ৩৪, আরএস নং- ৯২, সাবেক খতিয়ান নং- ৪৬৬, হাল খতিয়ান নং- ২৫৯২. এলআর. দাগ নং- ৪৮২৮, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং- ৪৩৭৬, থানা- বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত। এডিএসআর- বারুইপুর এবং ডি.আর- আলিপুর শ্রী কমল সরদারের নামে।	১) ১৮.০৬.২০২৪ ২) ২৩.০৮.২০২৪ ৩) (এ/সি নং ৩৭১৯০৬০০০০০৪১১ মেয়াদী লোন হাউজিং লোন ১৬,৯৭,৬৩৪.৯০ + এ/সি নং ৩৭১৯০৬০০০০০৫২৬ মেয়াদী লোন টপআপ হোম লোন ৮,৮০,৯৯৫/- টাকা) **মোট ২৫,৭৮,৬২৯.৯০ টাকা।** পঁচিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার ছয়শো ঊনত্রিশ টাকা এবং নব্বই পয়সা মাত্র) ১৪.০৬.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ এবং অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ।

তারিখ: ২৬.০৮.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার,
স্থান: সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

সোনার দোকানে লুট রুখতে ২৪ ঘণ্টার নজরদারি শুরু জেলা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা শহরের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের এলাকাগুলিতে অপরাধ দমনে ২৪ ঘণ্টার নজরদারি শুরু করল জেলা পুলিশ। এমনকী শহরে যেসব জায়গায় অধিক পরিমাণে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের দোকান এবং শোরুম রয়েছে, সেই সব জায়গায় মোতায়ন করা হল সিভিক ভলান্টিয়ারদের। পাশাপাশি প্রতিটি স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কাছে দেওয়া হয়েছে জেলা পুলিশের জরুরি মোবাইল নম্বর। মালদা জেলা পুলিশের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী সংগঠনের কর্মকর্তারা। সংশ্লিষ্ট সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুলিশ খুব ভালো উদ্যোগ নিয়ে এই কাজ শুরু করেছে। উল্লেখ্য, মালদা শহরে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের এলাকা হিসেবে পরিচিত বিনয় সরকার রোড। এছাড়াও মালদা শহরের রাজমহল রোড, রবীন্দ্র এভিনিউ, নেতাজি সুভাষ রোড সহ আরো বেশ কয়েকটি এলাকায় স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে শতাধিক দোকান এবং শোরুম। সামনে দুর্গা পুজো এবং বিয়ের মরশুম আসতে চলেছে। ফলে এখন থেকেই বেচাকেনার পরিমাণ অনেকটাই বাড়বে বলে জানিয়েছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। এক্ষেত্রে রাতে দোকান বন্ধ করে যাওয়ায় সময়ও দেরি হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে এই পরিস্থিতিতে ২৪ ঘণ্টা পুলিশের নজরদারিতে হাফ ছেড়ে বেঁচেছে মালদার স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা।

বলাবাহুল্য, সম্প্রতি মালদায় বেশ কয়েকটি সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটে। যার মধ্যে চাঁচল মহকুমাও রয়েছে। যদিও পুলিশ অভিযান চালিয়ে অপরাধীদের ধরতে পারলেও, চুরি যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে সোনার গয়না এবং নগদ টাকা উদ্ধার করতে পারেনি। ফলে ব্যবসায়ীদের মনে একটা আতঙ্ক থেকে গিয়েছে। পুজোর মরশুমে ভিড়ের সুযোগ নিয়ে কেপমারের দলও অনেক সময় অপরাধ সংগঠিত করার চেষ্টা চালায়। সমস্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেই জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের এলাকাগুলিতে কড়া নজরদারির চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি সোনার দোকানে পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা বসানোরও নির্দেশ দিয়েছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী ও স্বর্ণ ব্যবসায়ীর জেলা সম্পাদক উজ্জল সরকার বলেন, আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি দিনে দুপুরে হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সোনার দোকানে ঢুকে পড়ছে দুষ্কৃতীরা। লুট করছে নগদ অর্থ এবং বিভিন্ন অলংকার। মালদায় কয়েকটি ঘটনার পর থেকেই স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তবে এবার থেকে পুলিশ ২৪ ঘণ্টার জন্য নজরদারি চালানোর ব্যবস্থা করেছে, সেটা স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের অনেকটাই সাহস জুগিয়েছে।

মালদা জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব বলেন, সোনার দোকানগুলিতে সিসি ক্যামেরা বসানোর জন্য এর আগেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই মোতাবেক বেশিরভাগ ব্যবসায়ীরাই দোকানে সিসি ক্যামেরা বসিয়েছে। এখন রাতদিন পুলিশের টহলদারি চলবে। কোথাও কোনওরকম সন্দেহজনক গতিবিধি দেখলে পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। এক্ষেত্রে যে কোনও অপরাধ দমন করা সম্ভব হবে।

তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে হুমকি তৃণমূল নেতার, নিন্দা আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: তিলোত্তমার বিচারে আজ ছাত্রছাত্রীরা গ্রামের পথে। প্রতিবাদে মুখরিত সকলে। আর স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত মানুষ। সব হুমকিকে তোয়াক্কা না করে তারা বেরিয়েছিলেন গ্রাম থেকে গ্রামে। এবার শুধু শহরই নয়, গ্রামেও ছাত্রছাত্রীরা সব কিছু বাধাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিলোত্তমার বিচার চেয়ে প্রতিবাদে সরব হন তারা। এদিকে রবিবার ছুটির দিনে বেরিয়েছিলেন ছাত্রছাত্রীরা। পদযাত্রা করার সময়ে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের ঘেরাও করে রাখার অভিযোগ উঠল শাসকদলের বিরুদ্ধে। আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের বেশ কিছুক্ষণ আটকে রাখে এলাকার শাসক বাহিনী। এতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে মুক্ত হন ছাত্রছাত্রীরা। ফের তারা আন্দোলনে মুখরিত হন। ঘটনা আরামবাগের কানপুর এলাকার। শহর ও শহরতলির পর আরামবাগের প্রত্যন্ত গ্রামের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্লোগান প্রশ্ন তুলে দিল যে, তাহলে এবার কি বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন থেকে অনুপ্রাণিত হচ্ছে এপার বাংলার ছাত্রছাত্রীরাও? তারা আজ মরতেও ভয় পান না। বিচার না পেলে, দোষীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি না হলে তারা আর বাঁচতে চান না। সরকার তাদের গুলি করে মারুক। তারা আর বাঁচতে চায় না। রবিবার আরজি করের ঘটনায় বিচারের দাবিতে পথে নামে আরামবাগের প্রত্যন্ত গ্রাম কানপুরের ছাত্রছাত্রীরা। তিলোত্তমার খুনিদের দ্রুত শাস্তি ও বাংলার মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে র‍্যালি করে ছাত্রছাত্রীরা। আর সেই র‍্যালি থেকেই এই স্লোগান উঠতে দেখা যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের এই মিছিলকে ঘিরে রেখে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে ছাত্রছাত্রীরা। যদিও পরবর্তীতে আরামবাগ থানার পুলিশ গিয়ে বিক্ষোভরত ছাত্রছাত্রীদের শাসকদলের থেকে ঘেরাও মুক্ত করে। আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী আশিস বাগ, পৃথা দে সহ একাধিক জনের বক্তব্য, আমরা এই ভাবে বাঁচতে চাই না। আমরা জাস্টিস চাই। আর তা না হলে বুক পেতে দিচ্ছি, শাসক দল আমাদের গুলি করুক। স্কুল শিক্ষা দপ্তর কি আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবেন? সুতরাং বড় বড় কথা বলতে পারে সবাই। এই বিষয়ে ওই অঞ্চলের তৃণমূল নেতা মলয় চক্রবর্তী বলেন, আমরা ছাত্র-ছাত্রীদেরও আটক করে রাখিনি। ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছিল। থামাতে গিয়েছিলাম। সবমিলিয়ে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদী ছাত্র-ছাত্রীদের উপর এই ধরনের আচরণে নিন্দার ঝড় মহকুমায়।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পুরভবনের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তীর সূচনা লগ্নে পদ্মশ্রী রতন কাহারকে সংবর্ধনা। রামকৃষ্ণ সভাগৃহে গ্রন্থাগারের জন্মদিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন অলংকার মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। সংবর্ধনা জানানো হয় গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ দাস সহ অন্যান্যদের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাহিত্যিক নলিনীকান্ত বেরা, চলচ্চিত্র পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়, উপস্থিত বীরভূমের জেলা শাসক তথা গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির সভাপতি বিধান রায়, পরিচালন সমিতির সম্পাদক সোমেশ্বর বড়াল প্রমুখ।

রেনেসাঁ টাউন শিপে গাড়িতে গুলি চালানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দাঁড়িয়ে থাকা একটি চারচাকা গাড়িকে লক্ষ করে গুলি চালানোর অভিযোগে আতঙ্ক ছড়ালো বর্ধমান রেনেসাঁ টাউন শিপে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বর্ধমান থানার পুলিশ।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, রেনেসাঁ টাউন শিপে অনেক পরিবারের বসবাস। তার মধ্যে অনেকে বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস করছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই অচেনা। মাস খানেক আগে রেনেসাঁ টাউন শিপে আবাসিকদের মধ্যে ঝামেলা সৃষ্টি হয়। তখনই এলাকাবাসীরা অনুমান করে ছিলেন যে আগামীদিনে বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তার পরেই এই প্রথম শ্রাচি গ্রুপের রেনেসাঁ টাউন শিপে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। গাড়ির মালিক দেবজিৎ ঘোষ জানান, শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ চার চাকাটি বাড়ির সামনে পার্কিং করেন। কিন্তু সকাল সাড়ে আটটা নগদ যখন গাড়ি নিয়ে বেরোতে যান তখন তাঁর চোখে পড়ে চার চাকা পেছনে দরজার কাছে কাঁচে ক্র্যাক এবং বুলেটের ছেদ রয়েছে। সার্বিকভাবে আতঙ্কে এলাকাবাসীদের খবর দেন এবং বর্ধমান থানায় ফোন করেন। যথারীতি ঘটনাস্থলে আসে বর্ধমান থানার পুলিশ।

রেনেসাঁ টাউন শিপে এইরকম ঘটনায় এলাকাবাসী জানাচ্ছেন, শ্রাচি গ্রুপের রেনেসাঁ টাউন শিপে কোনও নিরাপত্তা নেই। নেই পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা। এই মুহূর্তে বর্ধমান থানার পুলিশ ওই চার চাকাটি নিজের হেপাজতে রেখেছেন এবং পুরো বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে।

গঙ্গা ভাঙন প্রসঙ্গে বিরোধী দলকে একহাত নিলেন মালতিপুরের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অথচ দেখা নেই উত্তর ও দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের কংগ্রেস ও বিজেপির সাংসদদের। এইরকম পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র রাজ্য সরকার বন্যা ও ভাঙন ঠেকানোর কাজ করে চলেছে। সুতরাং বিরোধী দলের নেতারা গ্রামে এসে মাতব্বরি মানলে তাদের ঢুকতে দেবেন না। প্রয়োজনে হাত ভেঙে গ্রামছাড়া করে দিন। শনিবার রাতে চাঁচল মহকুমার রতুয়া স্ট্যান্ডে দলের একটি কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এভাবেই বিরোধী দলকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি। এদিন দলের জেলা সভাপতি সঙ্গে বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল দলের নেতানেত্রীরা।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল বিধায়ক তথা দলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, আমাদের দেশ স্বাধীন দেশ। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রত্যেকটা মানুষ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করবে। আজকে এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কেন্দ্রের যে তৃণমূল সরকার গরিব মানুষের কথা বলে। সেই সরকারকে ভেঙে দেওয়ার যদি কেউ চক্রান্ত করে সাধারণ মানুষ তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না। এই হুঁশিয়ার সিপিএম, বিজেপি বন্ধুদের বলে দিতে চাই, এই মঞ্চ থেকে আপনারা হুঁশিয়ার থাকুন। এমনকী মালদায় ভাঙন এবং বন্যায় প্লাবিত এলাকার মানুষরাও আপনাদের ছাড়বে না। এদিন গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মালদা তৃণমূলের ডাকে রতুয়া স্ট্যান্ডে মিছিল ও পথসভার মঞ্চ থেকে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন মালদা জেলার তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি।

এদিকে জেলা তৃণমূল সভাপতি ও মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির এমন মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন রতুয়ার সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, তারা এই সমস্ত মন্তব্যের গুরুত্ব দিতে চাই না। গোটা রাজ্যের পরিস্থিতিতে তৃণমূলরা ভয় পেয়ে গিয়েছে। তাই উল্টোপাল্টা বকছে।

অন্যদিকে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক গৌড় চন্দ্র মণ্ডল বলেন, তৃণমূল জেলা সভাপতি আব্দুল রহিম বক্সি মাথা খারাপ হয়ে গেছে তাই উল্টোপাল্টা বকছে। এই ধরনের কথার মানুষ যোগ্য জবাব দেবে।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সামিল উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বয়েজ স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: স্কুলের পঠনপাঠনের সময় কোনও পড়ুয়া রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকতে পারবে না। বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্দেশ দিল শিক্ষা দপ্তর। তারপর দেখা গেল আরজি কর-কাণ্ডে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে পথে নেমেছেন পড়ুয়ারা। ঘটনাটি উত্তরপাড়ার। জানা যাচ্ছে, উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বয়েজ স্কুলের ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকরা সকলে মিলে এদিনের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে স্কুলের টিচার ইনচার্জ জানিয়েছেন, স্কুল ছুটির পরবর্তী পর মিছিল সংঘটিত করা হয়েছে। কোনও ছাত্র বাস শিক্ষককে জোর করে রাস্তায় নামাতে হয়নি। নিজেরাই পথে নেমেছেন। এক শিক্ষক বলেন, 'ছাত্ররা সমাজের সব থেকে স্পন্দনশীল অংশ। এই ঘটনাতেও একজন ছাত্রীকে যৌন হেনস্তা ও খুন করা হয়েছে। তাই ছাত্ররা পথে নেমেছে। আমি একজন শিক্ষক হিসেবে মনে করি শিক্ষকরা সমাজের মেরুদন্ড। এই ঘটনায় রাষ্ট্র স্তায় নেমে বিচার চাওয়া উচিত। তাই রাস্তায় নেমেছি। যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তি হবে ততক্ষণ আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

প্রসঙ্গত, শুক্রবার শিক্ষা দপ্তরের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়। যে বিজ্ঞপ্তির প্রথম চার প্যারায় পড়ুয়াদের ওপর কোনওরকম শারীরিক বা মানসিক শাস্তি নিয়ে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে চতুর্থ প্যারাগ্রাফে দেখা গিয়েছে লেখা, 'স্কুল টাইমে পড়ুয়ারা কোনওভাবেই কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবে না।' তবে তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে পথে নামছে স্কুল পড়ুয়ারা, তাই কি বকলমে এই নির্দেশ? প্রশ্ন শিক্ষামহলের। তবে এখানে আরজি করের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কি না সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকায় একটি বাক্য খরচ হয়নি।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২ বাইক আরোহীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ দুপুর নাগাদ গোবিন্দপুর বিবড়দা রাজ্য সড়কের উপর তালড্যাংরা থানার ভাগাবাঁধ মোড় সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই বাইক আরোহীর। বাইক আরোহী অর্থাৎ মৃত দুই যুবকের নাম বাপন গোপ (২৪) ইন্দপুর থানার বাসিন্দা গোবিন্দপুর এলাকার বাসিন্দা, অন্য এক মৃতের নাম সত্যজিৎ নাগ মোদক (২১) পুরুলিয়ার হুড়া থানা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে খবর, এদিন এই দুই যুবক বাইকে চড়ে গোবিন্দপুর থেকে বিবড়দা দিকে আসছিল। গোবিন্দপুর বিবড়দা রাজ্য সড়কের ওপর ভাগাবাঁধ মোড় এলাকায় পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। পরে খবর পেয়ে তালড্যাংরা থানার পুলিশের তৎপরতায় ঘটনাস্থল থেকে তাদের তালড্যাংরা ব্লক হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর দুই যুবককেই মৃত বলে ঘোষণা করে। তবে এই ঘটনা কিভাবে ঘটল কারোরই কাছে স্পষ্ট নয়। তবে এক্সিডেন্টের ধরন দেখে প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে বাইক অত্যধিক গতিতে থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে তালড্যাংরা থানার পুলিশ।

বানভাসিদের সাহায্যে মালদা জেলার সংখ্যালঘু সেলের সহ-সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বানভাসি মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে শুকনো খাবার সহ নানান সামগ্রী তুলে দিলেন তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা সংখ্যালঘু সেলের সহ-সভাপতি সামিউল ইসলাম। রবিবার বিকালে মানিকচক ব্লকের গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে গঙ্গার জলে প্লাবিত অসংখ্য পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় তৃণমূল পরিচালিত সংখ্যালঘু সেলের তরফ থেকে।

যদিও এদিন বানভাসিরা জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত অথবা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের এখনো পর্যন্ত তেমনভাবে ত্রাণ বন্টন করা হয়নি। তবে তৃণমূল দলের সংখ্যালঘু সেলের পক্ষ থেকে এদিন এই স্কুলে এসে বানভাসিদের ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। এদিকে তৃণমূল পরিচালিত সংখ্যালঘু সেলের পক্ষ থেকে খাবার পেয়ে কিছুটা হলেও খুশি প্রকাশ করেছেন গোপালপুর হাইস্কুলে আশ্রয়রত বানভাসি মানুষরা। তৃণমূল পরিচালিত সংখ্যা সেলের মালদা জেলার সহ-সভাপতি সামিউল ইসলাম বলেন, মানিকচক ব্লকের গঙ্গার ভাঙনে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। তার মধ্যে এদিন প্রথম গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয় এসে সহবতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে আশ্রয়রত বানভাসিদের ত্রাণ সামগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই স্কুলে এখনো পর্যন্ত ৫০টি'র বেশি পরিবার গঙ্গার প্লাবনে ঘরবাড়ি হারিয়ে আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন। তাদেরকে এদিন শুকনো খাবার দিয়ে সহযোগিতার চেষ্টা করেছি। শিশু খাদ্যও দেওয়া হয়েছে। আগামীতেও সংশ্লিষ্ট সংগঠনের পক্ষ থেকে মানিকচক ব্লকের ভূতনি, হুকুমতটোলা সহ বিভিন্ন এলাকায় এভাবেই শতাধিকদের বানভাসিদের ত্রাণ সামগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

মোটরভ্যান চালকদের মহকুমা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রবিবার ঘাটাল শহরে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের ঘাটাল মহকুমা শাখার ৩ য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনে মোটরভ্যান চালকদের লাইসেন্স, পরিবহণ শ্রমিকের স্বীকৃতি এবং পুলিশি হয়রানি বন্ধ সহ ৭ দফা দাবি তোলা হয়েছে। সম্মেলনের শুরুতে আরজি কর মেডিকেল কলেজের খুন হয়ে যাওয়া জুনিয়র ডাক্তারের স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তারপর মূল প্রস্তাব পেশ করা হলে প্রস্তাবের উপর অমিত বাগ সহ ৭ জন মোটরভ্যান চালক বক্তব্য রাখেন। ইউনিয়নের জেলা সভাপতি দীনেশ মেইকাপ মোটরভ্যান চালকদের উপর সরকারের মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করে তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্য পূর্ণচন্দ্র বেরা আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা করে সমস্ত মোটরভ্যান চালককে ইউনিয়নের আওতায় আসার আহ্বান জানান। সম্মেলনে সুবল সামন্তকে সভাপতি, অমিত বাগকে সম্পাদক ও জগবন্ধু মাজিকে অফিস সম্পাদক করে এগারো জনের একটি মহকুমা কমিটি গঠন করা হয়।

পূর্ব বর্ধমান জেলায় কাশীরাম দাসের জন্মভিটা সিঙ্গি ও চন্দ্র বংশের স্মৃতিধন্য শ্রীবাটি গ্রাম আজও জনপ্রিয়

অর্পিতা লাহিড়ি

আমাদের এই বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মণিমুক্তো। কবিগুরুকে স্মরণ করে বলতেই পারি...

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।.....

এ যেন এক আর্শিনগরের সন্ধান। মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদক কাশীরাম দাসের জন্মভিটা সিঙ্গিগ্রাম এবং চন্দ্রবংশের ইতিহাস সমৃদ্ধ মন্দিরময় শ্রীবাটি গ্রাম। ইতিহাস যেখানে আজও কথা বলে। হাওড়া স্টেশন থেকেই যেতে হয় এই স্থানে। সিঙ্গি এবং শ্রীবাটি যাওয়ার জন্য নিকটতম রেলস্টেশন হল পাটুলি। না কলকাতার পাটুলি এলাকা নয়। এটি হচ্ছে পূর্ব বর্ধমান জেলায়। প্রায় তিনঘণ্টা সময় লাগে হাওড়া থেকে পাটুলি যেতে। কাশীরাম দাসের জন্মভিটা সিঙ্গি গ্রাম। 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান।'

যদিও কাশীরাম দাসের জন্মভিটা সিঙ্গি না সিদ্ধিবোড়া গ্রাম এই নিয়ে বহু বিতর্ক থাকলেও, কাশীরাম দাসের ভাই গদাধর দাস কিন্তু তার 'জগৎমঙ্গল' কাব্যে দ্বর্থহীন ভাষায় কাশীরাম দাসের জন্মভূমি হিসেবেই সিঙ্গি গ্রামের কথাই বলেছেন। কাশীরাম দাস স্মৃতি রক্ষা কমিটিতে রয়েছে যারা এই ভিটের দেখাশোনা করেন। প্রতি বছর ২১ পৌষ মহাকবির স্মরণে পাঁচদিনের মেলা আয়োজিত হয়। কাশীরাম দাসের মূর্তির পাশাপাশি, তাঁর মূল বসতভিটাটি আজও খন্ডহর অবস্থায় পড়ে আছে। এখানে নাকি মাটির তলায় একটি ঘর আছে যেখানে কবি মাঝে মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতেন। হয়তো সৃষ্টির প্রয়োজনেই তাঁকে এই পাতালনিবাস করতে হত। কাশীরাম দাসের জন্মভিটা ছাড়াও এই সিঙ্গি গ্রামে রয়েছে নবরত্ন শৈলির চূড়া বিশিষ্ট বুড়ো শিবের মন্দির। সিঙ্গি কিন্তু বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। রাজা আদিসুরের পৌত্র অনাদিসুর প্রায় সাড়ে বারোশ' বছর আগে এই গ্রামের পত্তন করেছিলেন। তখন নাম ছিল সিংহেশ্বরপুর। এখন তাই লোকমুখে সিঙ্গি গ্রাম নামে পরিচিত। সিঙ্গিগ্রামের মতো শ্রীবাটি গ্রামও বেশ জনপ্রিয়। এই গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে চন্দ্র পরিবারের এক সমৃদ্ধ ইতিহাস। কথিত আছে, চন্দ্ররা ছিল গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের। তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব। তাঁদের আদি নিবাস ছিল গুজরাত। অন্যদিকে সপ্তগ্রাম তখন দেশের অন্যতম সমৃদ্ধ নদীবন্দর। চলছে জলপথে ব্যবসা বাণিজ্য। চন্দ্ররা ভাগ্য অন্বেষণে চলে এলেন বাংলায়। কাটোয়ার কাছে শ্রীবাটি গ্রামে তাঁরা বসতি স্থাপন করলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে গড়ে উঠল বাণিজ্যিক সম্পর্ক। ফুলে ফেঁপে উঠল চন্দ্রদের নুনের ব্যবসা। সপ্তগ্রাম তখন সমৃদ্ধ এক নদী বন্দর, তাই চন্দ্রদের নুনের ব্যবসা জমে উঠতে দেরি হল না। চন্দ্ররা যে শুধু আর্থিক ভাবে নিজেরা সমৃদ্ধ হলেন তাই নয়, আগামীর ইতিহাসকেও করে গেলেন সমৃদ্ধ। শ্রীবাটি গ্রামে গড়ে তুললেন টেরাকোটার কাজের দেবদেউল। গড়ে উঠল দুর্গা দালান। চকমিলানো জমিদার বাড়ি।

শোভরাম চন্দ্র এমনই একজন উদ্যোগপতি গন্ধবাণিক ছিলেন, ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীবাটি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন চন্দ্র পরিবার। শোনা যায়, উত্তর ভারতে চন্দ্র পরিবারের মোট ৫৬ টি নুনের ভাটি ছিল। শোভরাম চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুলুকচরণের পাঁচটি নাতি তাদের নাম ছিল অভয়চরণ, ভবানীচরণ, ঠাকুরদাস, অম্বিকাচরণ এবং ঘনশ্যাম। এদের হাত ধরেই শ্রীবৃদ্ধি ঘটে শ্রীবাটি গ্রামের।

তবে অপর একটি মত বলে গুজরাতে নয় চন্দ্ররা বাস করতেন হুগলি জেলার সমৃদ্ধ নদীবন্দর সপ্তগ্রামে। সেখানেই তাঁদের লবণের ব্যবসা ও সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু মারাঠা আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে যায় সপ্তগ্রাম। তখন কুলদেবতা রঘুনাথ জিউকে নিয়ে কাটোয়া সংলগ্ন শ্রীবাটি গ্রামে নতুন বসতি স্থাপন করেন চন্দ্ররা।

এবার আসা যাক চন্দ্রবংশের এক অমর পুরাকীর্তির কথায়। শ্রীবাটির চন্দ্রবাড়ির পাশেই রয়েছে টেরাকোটার কাজ সম্বলিত তিনটি শিব মন্দির। একই চত্বরে এই তিনটি মন্দির। বাংলার ১২৪৩ সালে শ্রীবাটি গ্রামের জমিদারের ঠাকুর বাড়ি লাগোয়া ৭ শতক জায়গার উপর চার বছর ধরে চন্দ্র পরিবারের প্রদত্ত অর্থ দিয়ে প্রায় ৩ লাখ সিক্কা ব্যয়ে ২৬ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি পঞ্চরত্ন মন্দির নির্মাণ করা হয়। শ্রীবাটি গ্রামের এই মন্দির অনন্য এক শৈল্পিক নিদর্শন। এই মন্দিরের দেওয়াল জুড়ে রয়েছে তৎকালীন সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ। বিভিন্ন দেবদেবীর পাশাপাশি টেরাকোটা শিল্পের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তৎকালীন ইংরেজ শাসক ও সমাজ ব্যাবস্থার নানান চিত্রকে। শুধু কী তাই দেখতে পাবেন টেরাকোটার মন্দির গাত্রে রয়েছে নানা পৌরাণিক আখ্যান, বিষ্ণুর দশাবতার। টেরাকোটা মানেই যে মল্লভূমি বিষ্ণুপুর এই ধারণাটা ভেঙে যাবে শ্রীবাটি গ্রামে এলে। তবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব সুস্পষ্ট। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ না হলে হয়তো অচিরেই হারিয়ে যাবে এইসব অমূল্য পুরাকীর্তি।

পরিবারবাদের রাজনীতির বিরুদ্ধে ফের সরব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

নয়াদিল্লি, ২৫ অগস্ট: পরিবারবাদের রাজনীতির বিরুদ্ধে ১১৩ তম 'মন কি বাত' রেডিও অনুষ্ঠানে ফের সরব হলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই অনুষ্ঠানে মোদির বার্তা, পরিবারবাদ দেশের রাজনৈতিক মহলে এক গুরুতর অসুখ। এর জন্য রাজনীতিতে নয়া প্রতিভাকে উঠে আসতে পারে না। কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নাম না করলেও প্রতিবারের মতো মোদির এই বার্তা যে বিরোধী দলগুলির উদ্দেশে তা বলাই বাহুল্য।

১৫ অগস্ট লালকেল্লায় নিজের ভাষণেও পরিবারবাদের কথা তুলে ধরেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আমি এবার লালকেল্লার ভাষণে এক লক্ষ যুব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে রাজনীতিতে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছি। এরা সেই যুব সম্প্রদায় যাঁদের পরিবারে অতীতে কোনও রাজনীতির সিলমোহর নেই। আমার সেই আবেদন দেশের যুব সমাজের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। যে প্রতিক্রিয়া আমি পেয়েছি স্পষ্ট হয়ে যায় দেশের যুব সমাজের প্রতিনিধিরা রাজনীতিতে আসার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। শুধু প্রয়োজন সুযোগ ও যোগ্য মার্গদর্শকের। পরিবারবাদের রাজনীতি নয়া প্রতিভার উঠে আসার পথে অন্যতম বড় বাধা।'

উল্লেখ্য, পরিবারবাদ ইস্যুতে কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে সংসদের ভিতরে ও বাইরে বার বার আক্রমণ করেছেন মোদি। মূলত কংগ্রেসকেই বার বার মোদি-সহ বিজেপি নেতারা নিশানা করেছেন। পরিবারবাদের রাজনীতি নিয়ে নরেন্দ্র মোদি বিরোধীদের আক্রমণ করড়েও, প্রশ্ন উঠেছে বিজেপির অন্দরে পরিবারবাদের রাজনীতি নিয়ে। পীযূষ গোয়েল, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, সুষমা স্বরাজের কন্যা বাসুরি স্বরাজের মতো নেতৃত্বরা পরিবারবাদের রাজনীতিরই অংশ। ফলে নরেন্দ্র মোদি পরিবারবাদের বিরোধিতায় সরব হলেও, 'পরিবারবাদ মুক্ত' দল গড়তে গেলে বিজেপি শিবিরই ফাঁকা হয়ে যাবে বলে দাবি বিরোধীদের।

তবে পরিবারবাদ ছাড়াও এদিন বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে বার্তা দেন মোদি। তিনি বলেন, একবিংশ শতাব্দীতে দেশজুড়ে এমন কিছু কর্মকাণ্ড চলছে, যা বিকশিত ভারতের ভিতকে আরও মজবুত করে তুলবে। গত ২৩ অগস্ট দেশবাসী প্রথমবার জাতীয় মহাকাশ দিবস উদযাপন করেছে। কারণ এই দিন চন্দ্রযান-৩ চাঁদের মাটিতে পা রেখেছিল। বিভিন্ন স্টার্টআপের মাধ্যমে এখন দেশের যুব সম্প্রদায় দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এদিন মধ্যপ্রদেশের এক সাফাইকর্মীর প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। ঝাবুয়ার সাফাইকর্মী হিসেবে কর্মরত দুই ভাইবোন 'ওয়েস্ট টু ওয়েলথ'-এর বার্তাটি বাস্তবায়িত করে সকলকে চমকে দিয়েছেন। এই দলটি ঝাবুয়ায় একটি পার্কের আবর্জনা থেকে আশ্চর্য শিল্পকর্ম তৈরি করেছে, যা সবাইকে উৎসাহিত করবে।

অসমে ধরা পড়লেন দু'জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ২৫ অগস্ট: ভারতে অনুপ্রবেশকারী দুই বাংলাদেশিকে পাকড়াও করে আবার পদ্মাপারে ফেরত পাঠানো হল। অসমের বদরপুর রেলস্টেশন থেকে সম্প্রতি বাংলাদেশি এক যুবক ও এক যুবতীকে আটক করেছিল পুলিশ। ধৃতদের নাম মাসুম খান ও সনিয়া আখতার। সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং অসম পুলিশের উদ্যোগে তাঁদের আবার বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। শনিবার রাতে এ কথা জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি দাবি করেছেন, ওই দু'জন বাংলাদেশের মাধবপুর থেকে ত্রিপুরার আগরতলা হয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন।

বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল ধৃত দুই বাংলাদেশির। তবে বেঙ্গালুরু যাওয়ার আগেই বদরপুর স্টেশনের কাছে অসম পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান দু'জনে। উল্লেখ্য, জুলাই মাস থেকে বাংলাদেশে এক হিংসাত্মক আন্দোলন দেখা গিয়েছিল। উত্তাল হয়েছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাতাবরণ। অসমের মুখ্যমন্ত্রী শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, গত এক মাসে ৩৫ জন অনুপ্রবেশকারীকে পাকড়াও করা হয়েছে। তবে ধৃতদের মধ্যে কেউ ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছিলেন না বলেই দাবি হিমন্তের। বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল ধৃত দুই বাংলাদেশির। তবে বেঙ্গালুরু যাওয়ার আগেই বদরপুর স্টেশনের কাছে অসম পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান দু'জনে। উল্লেখ্য, জুলাই মাস থেকে বাংলাদেশে এক হিংসাত্মক আন্দোলন দেখা গিয়েছিল। উত্তাল হয়েছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাতাবরণ। অসমের মুখ্যমন্ত্রী শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, গত এক মাসে ৩৫ জন অনুপ্রবেশকারীকে পাকড়াও করা হয়েছে। তবে ধৃতদের মধ্যে কেউ ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছিলেন না বলেই দাবি হিমন্তের।

কাপলিং খুলে বিপত্তির মুখে কিষাণ এক্সপ্রেস

লখনউ, ২৫ অগস্ট: অল্পের জন বড় ট্রেন দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই মিলল। রবিবার ভোরে কাপলিং খুলে বড় বিপত্তির মুখে কিষাণ এক্সপ্রেস। ট্রেন দুই খণ্ডে আলাদা হয়ে যায়। পিছনে পড়ে থাকে ট্রেনের আটটি কামরা। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেই কিছুদূর এগিয়ে থেমে যায় ট্রেনটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলের আধিকারিকরা। দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলেই জানা গিয়েছে।

রবিবার ভোর চারটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে উত্তরপ্রদেশের বিজনৌরের কাছে। ফিরোজপুর থেকে ধানবাদগামী কিষাণ এক্সপ্রেসের কাপলিং ভেঙে যায়। ইঞ্জিনের সঙ্গে থাকা ১০-১২টি কামরা এগিয়ে যায়। বিভক্ত হয়ে যায় ৮টি কামরা। সেই কামরাগুলি কিছুটা এগোনোর পর দাঁড়িয়ে যায়। রেলের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ট্রেনে প্রচুর পরীক্ষার্থী ছিল। ট্রেন দাঁড়িয়ে যাওয়ায় তাঁরা পরীক্ষা দিতে পারবেন কি না, তা নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পরে পুলিশ গিয়ে দ্রুত বাসের ব্যবস্থা করে পরীক্ষার্থীদের পাঠায়।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্যই ট্রেনের কাপলিং ভেঙে গিয়েছে। বিজনৌরের সেওহারা রেলস্টেশন পেরতেই দুর্ঘটনা ঘটে। আলাদা হয়ে যায় ট্রেনের আটটি বগি।

গ্রেপ্তার টেলিগ্রাম অ্যাপের সিইও পাভেল

প্যারিস, ২৫ অগস্ট: গ্রেপ্তার টেলিগ্রাম অ্যাপের সিইও পাভেল দুরভ। স্থানীয় সময়ে শনিবার সন্ধ্যায় উত্তর ফ্রান্সের বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে। রবিবার পেশ করা হয় আদালতে। জানা গিয়েছে, রুশ বংশোদ্ভুত পাভেল দুরভের বয়স ৩৯। অভিযোগ, টেলিগ্রাম অ্যাপের তথ্যভাণ্ডার রুশ প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল পাভেলকে। এর পরই রাশিয়া ছেড়ে দুবাইয়ে চলে যান তিনি। সেখান থেকেই অ্যাপের যাবতীয় কাজ পরিচালনা করতেন। পরবর্তীত অভিযোগ ওঠে, টেলিগ্রাম অ্যাপটি অপরাধমূলক ব্যবহার রোধে সক্ষম নয়। যার জেরে সিইও পাভেলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল।

সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, স্থানীয় সময় শনিবার সন্ধ্যায় ফ্রান্সের বিমানবন্দরে নামেন পাভেল। তখনই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর গ্রেপ্তারির খবর ছড়াতেই পদক্ষেপ করেছে রুশ সরকার।

ট্রেন দুর্ঘটনাগুলির নেপথ্যে ষড়যন্ত্র, দাবি রেল প্রতিমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৫ অগস্ট: একের পর এক ট্রেন দুর্ঘটনা নিয়ে বিরোধীরা যখন সরকারকে বিঁধছে, সেসময়ই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী রবনীত সিং বিট্টু এই দুর্ঘটনাগুলির নেপথ্যে সরকারের গাফিলতির বদলে, দেখছেন ষড়যন্ত্র।

কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী রবনীত বিট্টুর দাবি, ভারতীয় রেলে পর পর যে দুর্ঘটনা হচ্ছে, তার নেপথ্যে গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছে। বেশ কিছু বিপজ্জনক জিনিস রয়েছে এর নেপথ্যে। রেল প্রতিমন্ত্রীর দাবি, 'রেল দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে ভয়ঙ্কর তথ্য উঠে আসছে। শনিবারই আলিগড়ে রেল ট্র্যাকে অ্যালয় হুইল পাওয়া গিয়েছে। এর মানে বড় ষড়যন্ত্র রয়েছে, যা ধীরে ধীরে সামনে আসছে।'

কিন্তু কে বা কারা কী কারণে এই ষড়যন্ত্র করছে, তা নিয়ে রেল প্রতিমন্ত্রীর দাবি, 'নরেন্দ্র মোদি তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় ভারতের লাইফলাইন রেল ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সাম্প্রতিক রেল দুর্ঘটনাগুলি দেখলেই বোঝা যাবে ইচ্ছাকৃত ভাবে দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছে।' এই রেল দুর্ঘটনাগুলির নেপথ্যে বিদেশি শক্তির হাতও থাকতে পারে বলেও ইঙ্গিত করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে বাহানগায় করমণ্ডল এক্সপ্রেস, চলতি বছরে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের মতো একাধিক দুর্ঘটনার সাক্ষী থেকেছে দেশ। এ ছাড়া ছোটখাটো দুর্ঘটনার খবর প্রায়ই সামনে আসছে। ভারতে প্রায় ৬৮ হাজার কিলোমিটার রেলপথের মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র দু'হাজার কিলোমিটার ট্র্যাক কবচের আওতায় এসেছে। মাত্র ৬৫টি ইঞ্জিনে বসানো হয়েছে অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস। ২০০১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন এই কবচ প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতি ঘটে। তখন শুধুমাত্র লোকোতেই অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস বসানোর কথা বলা হয়। ২০২০-র পর নতুন নামকরণ করা হয় 'কবচ'। রেলে এই কবচ ব্যবস্থা চালুর গড়িমসিকেই বিরোধীরা দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে দেখাতে চাইছেন।

ইজরায়েলে হামলা চালাল হেজবোল্লা, দেশজুড়ে ৪৮ ঘণ্টার জরুরি অবস্থা জারি

জেরুজালেম, ২৫ অগস্ট: ফের মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আগুন। এবার একে অপরকে লক্ষ্য করে লাগাতার মিসাইল হামলা চালাল ইজরায়েল এবং হেজবোল্লা। একটি বিবৃতি জারি করে লেবাননের জঙ্গি সংগঠনটি দাবি করেছে, ইজরায়েলের একাধিক সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে অন্তত ৩২০টি কাতইউসা রকেট ছোড়া হয়েছে। তবে লেবাননের হামলার খবর পেয়ে আগে থেকেই সতর্ক ছিল তেল আভিভ। রবিবার ভোর থেকেই হেজবোল্লার ঘাঁটি লক্ষ্য করে আত্মরক্ষামূলক রকেট হামলা চালিয়েছে তারা।

এই মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যে পুরোদস্তুর যুদ্ধের আবহ। ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে কোনও ছায়াযুদ্ধ নয়, সরাসরি সংঘর্ষ শুরু হওয়া সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। মনে করা হচ্ছে, পুরোদস্তুর লড়াই বাঁধল বলে। ইরানের পাশে রয়েছে হামাস ও হেজবোল্লার মতো জঙ্গি গোষ্ঠীও। এহেন পরিস্থিতিতে একটি বিবৃতি জারি করে ইরান সমর্থিত জঙ্গি সংগঠনটি জানায়, ইজরায়েলে বড়সড় হামলার পরিকল্পনা করেছে তারা। ইজরায়েলের একাধিক সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে অন্তত ৩২০টি রকেট ছুড়েছে তারা।

তবে ইজরায়েলের তরফেও পালটা হামলা হয়েছে লেবাননে। ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সের তরফে বলা হয়, রবিবার ভোরবেলা হেজবোল্লার ডেরা লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। যেহেতু হেজবোল্লার তরফে বড়সড় হামলার প্রস্তুতি লক্ষ্য করা গিয়েছে তাই আত্মরক্ষার জন্যই আকাশপথে হামলা চালিয়েছে তেল আভিভ। তবে ঠিক কী ধরণের হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল সেই নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। হেজবোল্লার ছোড়া রকেট যেন প্রতিহত করা যায়, তার জন্য বায়ুসেনার বিশেষ বিমান মোতায়েন করা হয়েছে। মূলত ইজরায়েলের সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্যই এই পদক্ষেপ। এছাড়াও ইজরায়েলের আয়রন ডোম প্রযুক্তির মাধ্যমেও হেজবোল্লার আক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা চলছে। এহেন পরিস্থিতিতে যুদ্ধকালীন ক্যাবিনেট বৈঠক ডেকেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। দেশজুড়ে ৪৮ ঘণ্টার জরুরি অবস্থা জারি করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট। আংশিকভাবে বিমান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে ইজরায়েলের বেন গুরিয়ান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে।

মহিলা চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগ তিন মহিলা এবং এক নাবালকের বিরুদ্ধে

মুম্বই, ২৫ অগস্ট: ফের এক মহিলা চিকিৎসককে হেনস্থার অভিযোগ। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মহারাষ্ট্রের মানখুর্দ এলাকায়। বাইক পার্কিং নিয়ে বচসার জেরে মুম্বইয়ে এক মহিলা চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগ উঠল তিন মহিলা এবং এক নাবালকের বিরুদ্ধে। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, একটি বাইক পার্কিংকে কেন্দ্র করে বচসার সূত্রপাত। মহিলা চিকিৎসকের মানখুর্দ এলাকায় একটি ক্লিনিক রয়েছে। সেই ক্লিনিকের সামনে বাইক পার্কিং করেছিল এক নাবালক। স্থানীয় সূত্রে খবর, ক্লিনিকের সামনে থেকে বাইক সরানোর কথা বলা হলেও, নাবালক তা না সরানোয় তার সঙ্গে বচসা হয় চিকিৎসকের। বচসা চলাকালীন চিকিৎসক ওই নাবালককে চড় মারলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

পুলিশ সূত্রে খবর, নাবালককে চড় মারতে সে তার আত্মীয়দের ফোন করে ডাকে। ঘটনাস্থলে তিন মহিলা এসে মহিলা চিকিৎসককে চার জন মিলে মারধর করেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ, তাঁর পোশাক টেনে ছিঁড়ে দেওয়া হয়। এমনকি চিকিৎসককে শাসানোও হয়। এর পর হামলাকারী মহিলারা ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যান। মহিলা চিকিৎসককে স্থানীয়রাই উদ্ধার করে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে মহিলাদের চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

বিলবোর্ডে পর্ন ভিডিও দেখলেন পথচলতি মানুষ

নয়াদিল্লি, ২৫ অগস্ট: বিলবোর্ডে পর্ন ভিডিও, পথচারীরা দেখলেন। রাজধানী দিল্লির অন্যতম জনপ্রিয় এলাকা কনৌট প্লেসে একটি ডিজিটাল বিলবোর্ড বা বিজ্ঞাপন বোর্ডেই চলছিল পর্ন ভিডিও। কেউ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, কেউ আবার চলন্ত গাড়ি থেকে মুখ বের করে, পথচলতি সকলেই তাকিয়ে বিলবোর্ডের দিকে। সেখানে চলা উদ্দাম যৌনতার ভিডিও প্রকাশ্য রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে দেখলেন আমজনতা।

জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে কনৌট প্লেসের এইচ ব্লকের একটি ডিজিটাল বিজ্ঞাপন বোর্ডে কয়েক সেকেন্ডের জন্য পর্ন ভিডিও চলতে থাকে। লোকজনের নজরে আসতেই পুলিশকে জানানো হয়। এরপর নয়াদিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আধিকারিকরা কোনও মতে ওই ভিডিও সম্প্রচার বন্ধ করেন। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও তথ্য প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। যে বা যারা বিলবোর্ডে পর্ন ভিডিও চালিয়েছিলেন, তাঁদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

এনডিএমসি-র তরফে জানানো হয়েছে, ওই বিলবোর্ডের স্ক্রিনটি কোনও ভাবে হ্যাক করা হয়ে থাকতে পারে। ওই বিলবোর্ডে দু'টি অংশ রয়েছে, একটিতে ডিজিটাল বিজ্ঞাপন চলে, অপরটি ইন্টারঅ্যাকটিভ টাচস্ক্রিন। দু'টি প্যানেলই সার্ভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফায়ারওয়াল ও অ্যান্টিভাইরাস প্রোকেটশনও থাকে। কনৌট প্লেসে যে ফ্রি ওয়াই-ফাইয়ের সুবিধা দেওয়া হয়, সেখান থেকেই কোনও ভাবে বিলবোর্ডের স্ক্রিন হ্যাক করা হয়েছিল বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

প্রবল গরম, রাস্তা হারিয়ে সৌদির মরুভূমিতে মৃত্যু হল ভারতীয় যুবকের

রিয়াধ, ২৫ অগস্ট: মরুভূমির মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র ভরসা ছিল জিপিএস ট্র্যাকার। কিন্তু সিগন্যাল খারাপ হয়ে গিয়ে মরুভূমির মধ্যেই মৃত্যু হল এক ভারতীয় যুবকের। জানা গিয়েছে, তেলেঙ্গানার বাসিন্দা ওই যুবক কর্মসূত্রে সৌদি আরবে থাকতেন। সেখানকার এক মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। ভারতীয় যুবকের সঙ্গে থাকা আরেক ব্যক্তিরও মৃত্যু হয়েছে ওই একই কারণে।

জানা গিয়েছে, মৃতের নাম মহম্মহ শেহজাদ খান। ২৭ বছর বয়সি শেহজাদ গত তিন বছর ধরে সৌদির একটি টেলিকমিউনিকেশন সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। দিনকয়েক আগে সৌদির রাব আল খালি মরুভূমি পেরিয়ে অন্যত্র যাওয়ার জন্য রওনা দেন শেহজাদ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুদানের নাগরিক আরেক যুবকও। উল্লেখ্য, সৌদি আরবের এই মরুভূমি অত্যন্ত বিপজ্জনক।

১৩ লক্ষেরও বেশি সরকারি কর্মীকে অগস্টের বেতন নয়

লখনউ, ২৫ অগস্ট: সরকারি কর্মীদের নিয়ে এবার বড় পদক্ষেপ যোগী সরকারের। অগস্ট মাসে বেতন কম বা নাও পেতে পারেন ১৩ লক্ষেরও বেশি সরকারি কর্মী। উত্তরপ্রদেশ সরকার এই পদক্ষেপ করতে চলেছে।

জানা গিয়েছে, সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিন ধরে সম্পত্তির বিস্তারিত তথ্য জানাতে বলেছিল উত্তরপ্রদেশ সরকার। মানব সম্পদ পোর্টালের মাধ্যমে এই তথ্য আপলোড করতে বলা হয়েছিল। তবে এখনও পর্যন্ত যাঁরা তথ্য আপলোড করেননি, তাঁরা অগস্ট মাসে বেতন নাও পেতে পারেন। কর্মীদের চূড়ান্ত বার্তা দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার। ৩১ অগস্টের মধ্যে সম্পত্তির তথ্য আপলোড না করলে, কড়া শাস্তি পেতে হবে। কর্মীদের এই মাসের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হবে।

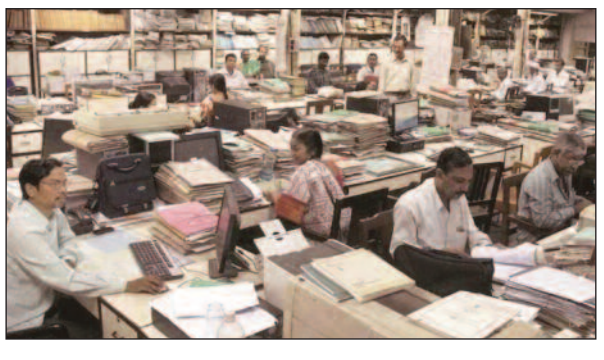

এমনকী, প্রোমোশনেও প্রভাব পড়বে।

জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফে প্রথমে ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর ধার্য করা হয়েছিল। এরপর একাধিকবার মেয়াদ বাড়ানোর পরও নির্দেশ কার্যকর করেননি কর্মীরা। এখনও পর্যন্ত মাত্র ২৬ শতাংশ সরকারি কর্মী পোর্টালে তাঁদের সম্পত্তির তথ্য আপলোড করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে মোট ১৭ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪২৯ জন সরকারি কর্মী রয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রায় ১৩ লাখের বেশি কর্মী সম্পত্তির তথ্য আপলোড করেননি। তাঁরাই এবার বেতন নাও পেতে পারেন। এই বিষয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্য, সচিব মনোজ কুমার সিং বলেন যে, দীর্ঘদিন ধরেই কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এবার যাঁরা নির্দেশ অনুসরণ করেছেন, তাঁরাই বেতন পাবেন।

ঘোষিত আইএসএলের চার মাসের সূচি

প্রথমদিনেই খেলবে মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রকাশিত হল আইএসএলের প্রথম চার মাসের সূচি। ডিসেম্বর পর্যন্ত সূচি প্রকাশ করা হল রবিবার। প্রথম দিনই মাঠে নামছে গত বারের লিগ-শিল্ড জয়ী মোহনবাগান। বিপক্ষে মুম্বই সিটি এফসি, যারা আইএসএলের ট্রফি জিতেছে। ১৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭.৩০টা থেকে যুবভারতীতে শুরু হচ্ছে আইএসএল।

মোহনবাগানের ম্যাচের পরের দিনই খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল। তবে ঘরের মাঠে নয়, তারা অ্যাওয়ে ম্যাচে নামবে বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে। গত বছর আই লিগ জেতার সুবাদে এ বারই প্রথম আইএসএলে খেলার সুযোগ পেয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং। তাদের অভিযান শুরু হচ্ছে ঘরের মাঠে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে, ১৬ সেপ্টেম্বর।

পরের আইএসএলের প্রথম কলকাতা ডার্বি হবে ১৯ অক্টোবর। যুবভারতীতে সন্ধ্যা ৭.৩০টা থেকে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলবে মোহনবাগান। সেই ম্যাচের আয়োজক ইস্টবেঙ্গল।

এ বার মহমেডান যোগ দেওয়ার চারটি 'মিনি ডার্বি'ও হতে চলেছে আইএসএলে। প্রথম 'মিনি ডার্বি'তে মোহনবাগান খেলবে মহমেডানের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচ ৫ অক্টোবর, যুবভারতীতেই। ৯ নভেম্বর ইস্টবেঙ্গল খেলবে মহমেডানের বিরুদ্ধে।

তিন প্রধানের সূচি

মোহনবাগান

মুম্বই সিটি (১৩ সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যা ৭.৩০, যুবভারতী), নর্থইস্ট (২৩ সেপ্টেম্বর, ৭.৩০টা, যুবভারতী), বেঙ্গালুরু (২৮ সেপ্টেম্বর, ৭.৩০টা, বেঙ্গালুরু), মহমেডান (৫ অক্টোবর, ৭.৩০টা, যুবভারতী), ইস্টবেঙ্গল (১৯ অক্টোবর, ৭.৩০টা, যুবভারতী), হায়দরাবাদ (৩০ অক্টোবর, ৭.৩০টা, হায়দরাবাদ), ওড়িশা (১০ নভেম্বর, ৭.৩০টা, ভুবনেশ্বর), জামশেদপুর (২৩ নভেম্বর, ৭.৩০টা, যুবভারতী), চেন্নাইয়িন (৩০ নভেম্বর, ৭.৩০টা, যুবভারতী), নর্থইস্ট (৮ ডিসেম্বর, ৭.৩০টা, গুয়াহাটি), কেরল ব্লাস্টার্স (১৪ ডিসেম্বর, ৭.৩০টা, যুবভারতী), এফসি গোয়া (২০ ডিসেম্বর, ৭.৩০টা, গোয়া), পঞ্জাব (২২ ডিসেম্বর, ৭.৩০টা, কোচি)।

ইস্টবেঙ্গল

বেঙ্গালুরু (১৪ সেপ্টেম্বর, বেঙ্গালুরু), কেরল ব্লাস্টার্স (২২ সেপ্টেম্বর, ৭.৩০টা, কোচি), এফসি গোয়া (২৭ সেপ্টেম্বর, ৭.৩০টা, যুবভারতী), মোহনবাগান (১৯ অক্টোবর, ৭.৩০টা, যুবভারতী), ওড়িশা এফসি (২২ অক্টোবর, ৭.৩০টা, ভুবনেশ্বর), মহমেডান (৯ নভেম্বর, ৭.৩০টা, যুবভারতী), নর্থইস্ট (২৯ নভেম্বর, ৭.৩০টা, যুবভারতী), চেন্নাইয়িন (৭ ডিসেম্বর, বিকেল ৫টা, চেন্নাই), ওড়িশা (১২ ডিসেম্বর, ৭.৩০টা, যুবভারতী), পঞ্জাব (১৭ ডিসেম্বর, ৭.৩০টা, যুবভারতী), জামশেদপুর (২১ ডিসেম্বর, ৭.৩০টা, যুবভারতী), হায়দরাবাদ (২৮ ডিসেম্বর, ৭.৩০টা, হায়দরাবাদ)।

মহমেডান

নর্থইস্ট (১৬ সেপ্টেম্বর, কিশোরভারতী), এফসি গোয়া (২১ সেপ্টেম্বর, ৭.৩০টা, কিশোরভারতী), চেন্নাইয়িন (২৬ সেপ্টেম্বর, ৭.৩০টা, চেন্নাই), মোহনবাগান (৫ অক্টোবর, ৭.৩০টা, যুবভারতী), কেরল ব্লাস্টার্স (২০ অক্টোবর, ৭.৩০টা, কিশোর ভারতী), হায়দরাবাদ (৭.৩০টা, কিশোর ভারতী), ইস্টবেঙ্গল (৯ নভেম্বর, ৭.৩০টা, যুবভারতী), বেঙ্গালুরু (২৭ নভেম্বর, ৭.৩০টা, কিশোর ভারতী), জামশেদপুর (২ ডিসেম্বর, ৭.৩০টা, জামশেদপুর), পঞ্জাব (৬ ডিসেম্বর, ৭.৩০টা, দিল্লি), মুম্বই সিটি (১৫ ডিসেম্বর, ৭.৩০টা, কিশোর ভারতী), কেরল ব্লাস্টার্স (২২ ডিসেম্বর, ৭.৩০টা, কোচি), ওড়িশা (২৭ ডিসেম্বর, ৭.৩০টা, কিশোর ভারতী)।

রাহুলের সেই ঘোষণা এল, তবে অবসরের নয়...

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'আমার একটি ঘোষণা আছে, সঙ্গেই থাকুন...'; শুক্রবার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ঠিক এমন কথাই লিখেছিলেন লোকেশ রাহুল। বেশ কিছুদিন ভারতীয় দলের বাইরে থাকা এই উইকেটকিপার, ব্যাটসম্যানের এমন পোস্ট গুঞ্জন শুরু হতে সময় লাগেনি। বেশির ভাগই ছিল ক্রিকেটীয়।

কেউ বলেছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিতে চলেছেন রাহুল, কারও অনুমান আইপিএলের দল লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের দায়িত্ব ছাড়তে চলেছেন।

তবে রাহুল শেষ পর্যন্ত যা বললেন, তার সঙ্গে সিংহভাগের ভাবনার মিল নেই। কাল ইনস্টাগ্রাম পোস্টে সেই বিশেষ ঘোষণায় রাহুল বলেছেন একটি মানবিক উদ্যোগ নিয়ে।

৩২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার এবং তাঁর স্ত্রী আতিয়া শেঠি 'বিশেষ শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে'র লক্ষ্যে একটি নিলামের আয়োজন করেছিলেন। সেই নিলামের খবরই দিয়েছেন রাহুল।

রাহুল ইনস্টাগ্রাম পেস্টে লিখেছেন, 'আমাদের নিলাম বড় সাফল্য পেয়েছে, যার মাধ্যমে অনেক বিশেষ শিশুর জীবন,সমৃদ্ধির পথ ত্বরান্বিত করবে। আমাদের ক্রিকেট অঙ্গনের যাঁরা এই বিশেষ কাজে অবদান রেখেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ।'

এনডিটিভির খবরে বলা হয়, রাহুল,আতিয়া দম্পতির আয়োজন করা নিলামে বেশ কিছু ক্রিকেটসামগ্রী তোলা হয়েছিল। এতে মোট ১ কোটি ৯৩ লাখ রুপি অর্থ সংগ্রহ হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হয়েছে বিরাট কোহলির একটি জার্সি, যার দাম উঠেছে ৪০ লাখ রুপি। এমনকি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৮ লাখ রুপি দাম ওঠা গ্লাভস জোড়াও কোহলিরই।

এ ছাড়া ভারতের বর্তমান অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও দুই সাবেক অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি ও রাহুল দ্রাবিড়ের একটি করে মোট তিনটি ব্যাট নিলামে তোলা হয়েছিল। রোহিতের ব্যাটের দাম উঠেছে ২৪ লাখ, ধোনির ১৩ লাখ আর রাহুলেরটি ১১ লাখ।

ভারতের হয়ে এ বছরের জানুয়ারিতে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন রাহুল। এরপর ঋষভ পন্ত, ধ্রুব জুরেলের মতো তরুণদের কারণে আর খেলার সুযোগ পাননি। ছিলেন না জুনে অনুষ্ঠিত টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলেও। সামনে ভারত 'এ' দলের হয়ে শুবমান গিলের অধীনে খেলার কথা আছে রাহুলের।

হলান্ড ও মেসির মধ্যে যাঁকে বেছে নিলেন গার্দিওলা

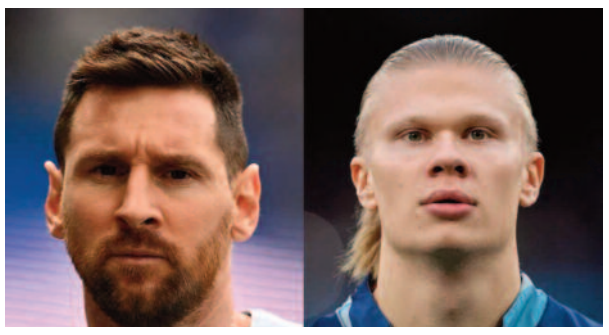

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'গোলমেশিন'; ফুটবলে গোল করার দক্ষতায় বহুল ব্যবহৃত এই শব্দটি দিয়েও যেন ধরা যাচ্ছে না আর্লিং হলান্ডকে। গোল করাকে রীতিমতো ছেলেখেলাতেই যেন পরিণত করেছেন ম্যানচেস্টার সিটির এই স্ট্রাইকার। আগের দুই মৌসুমের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে এবারও শুরু করেছেন গোলবন্যায়।

প্রথম ম্যাচে এক গোল করা হলান্ড গতকাল রাতে দ্বিতীয় ম্যাচেই করলেন হ্যাটট্রিক। অর্থাৎ দুই ম্যাচে তাঁর গোল এখন ৪টি। সিটিতে আসার পর হলান্ডের সর্বমোট গোলসংখ্যা এখন ৯৪, যা এই সময়ে সর্বোচ্চ গোল করা ফুটবলারের তালিকায় দুই নম্বরে থাকা মোহাম্মদ সালাহর চেয়ে ৩৮ গোল বেশি।

গোলের এই ব্যবধানই বলে দিচ্ছে, হলান্ড এই মুহূর্তে কতটা বিধ্বংসী। এমন ধারাবাহিকতার কারণে সাম্প্রতিক সময়ে লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সঙ্গেও তুলনা হচ্ছে তাঁর। এর আগে হলান্ডের প্রশংসা করতে গিয়ে মেসি-রোনালদোকেও টেনে এনেছিলেন পেপ গার্দিওলা। বলেছিলেন, হলান্ড যেভাবে ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করে চলেছেন, তা মেসি ও রোনালদোকে মনে করিয়ে দেয়।

গতকাল রাতেও হলান্ড নিয়ে করা এক প্রশ্নে মেসিকে টেনে এনেছেন গার্দিওলা। ইপসউইচের বিপক্ষে ৪-১ গোলে জয়ের পর স্প্যানিশ এই কোচকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'হলান্ড কি আমাদের দেখা সবচেয়ে নিঁখুত সেন্টার ফরোয়ার্ড?' জবাবে গার্দিওলা বলেছেন, 'আমার দেখা সবচেয়ে নিখুঁত সেন্টার ফরোয়ার্ড হচ্ছে মেসি। তার মতো আমি কাউকেই দেখিনি।'

মেসির প্রশংসায় অবশ্য এটুকুতেই থামলেন না গার্দিওলা; তিনি আরও যোগ করে বলেছেন, 'আপনি জানেন কেন মেসি আমার জীবনে দেখা সেরা খেলোয়াড়? কারণ, সে একজন লড়াকু। সে একজন জন্তুর মতো।'

শুধু সাবেক শিষ্যের প্রশংসাতেই অবশ্য নিজেকে আটকে রাখেননি গার্দিওলা; বর্তমান শিষ্য হলান্ডকে নিয়েও কথা বলেছেন তিনি, 'আমি কয়েক সপ্তাহ আগেই বলেছি, সে আগের মৌসুমগুলোর চেয়ে ভালো অনুভব করছে।'

ম্যান সিটির জার্সিতে দশম হ্যাটট্রিক পূরণ করা হলান্ড এখন ১০০ গোল থেকে মাত্র ৬ গোল দূরে। তাঁর এই অবিশ্বাস্য গোলের ধারা নিয়ে গার্দিওলা বলেছেন, 'এই সংখ্যা অবিশ্বাস্য। গোলের দিক থেকে সে মেসি ও রোনালদোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। এটা আমাদের জন্য দারুণ শক্তি। তাকে পেয়ে আমরা আনন্দিত। আশা করি, সে এখানে অনেক অনেক বছর ধরে থাকবে।'

ইউএস ওপেনের আগে চোট আতঙ্কে আলকারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: উইম্বলডন জেতার পরে এ বার ইউএস ওপেন জিততে চান কার্লোস আলকারাজ। তবে প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগে চোট আতঙ্কে তিনি। অনুশীলনে গোড়ালি মচকে যায় তাঁর। বেশ কিছু ক্ষণ অনুশীলন বন্ধ রাখেন স্প্যানিশ তারকা।

আর্জেন্টিনার ফ্রান্সিসকো সেরুন্ডোলোর বিরুদ্ধে অনুশীলন করছিলেন আলকারাজ। তৃতীয় বাছাইয়ের অনুশীলন দেখতেও হাজির ছিলেন অনেক সমর্থক। হঠাৎই ডান পায়ের গোড়ালি মচকে যায় তাঁর। কোর্টে পড়ে যান তিনি। তার পরেই কোচ ও ফিজিয়োর সঙ্গে কথা বলে বেশ কিছু ক্ষণ অনুশীলন বন্ধ রাখেন আলকারাজ।

আলকারাজ চোট পাওয়ায় চিন্তায় পড়ে যান তাঁর অনুরাগীরা। পরে অবশ্য সাংবাদিকদের সামনে স্প্যানিশ তারকা বলেন, তাঁচোট তেমন গুরুতর নয়। ঝুঁকি না নিয়ে অনুশীলন বন্ধ করেছিলাম। পরে আবার অনুশীলন শুরু করার পরে কোনও সমস্যা হয়নি। আশা করছি পরেও সমস্যা হবে না।দ প্রথম ম্যাচে ১০০ শতাংশ ফিট হিসাবেই নামবেন বলে জানিয়েছেন আলকারাজ। তাঁর কথায়, পুরো দমে অনুশীলন করছি। কোনও সমস্যা হচ্ছে না। ১০০ শতাংশ ফিট হিসাবেই প্রথম ম্যাচ খেলতে নামব। বুধবার প্রথম রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়ার লি তু-র বিরুদ্ধে খেলতে নামবেন আলকারাজ। ২০২২ সালে নিজের প্রথম ইউএস ওপেন জিতেছিলেন চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। এ বার নিজের দ্বিতীয় ইউএস ওপেন জেতার লক্ষ্যে নামছেন তিনি।

পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের ম্যাচসেরার পুরস্কার বন্যার্তদের সহায়তায় দেবেন মুশফিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে ঐতিহাসিক জয়ে ম্যাচসেরা হওয়ার পর পাওয়া প্রাইজমানি বাংলাদেশের বন্যার্ত মানুষের সহায়তায় দান করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মুশফিকুর রহিম। পাকিস্তানকে আজ ১০ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ, প্রথম ইনিংসে ১৯১ রানের ইনিংসের সৌজন্য ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতেন বাংলাদেশের অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে সঞ্চালক বাজিদ খানকে মুশফিক বলেন, 'বাজিদ ভাই, আমার দলের অনুরোধে এই প্রাইজমানি বন্যার্তদের দান করতে চাই। আমি দেশের সবাইকে অনুরোধ করব, যাদের সামর্থ্য আছে সবাই যাতে এগিয়ে আসে।'

ম্যাচসেরা হয়ে মুশফিক পেয়েছেন ৩ লাখ পাকিস্তানি রুপি বা প্রায় ১ লাখ ২৮ হাজার ৭১৫ টাকা। আচমকা বন্যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাতে এখ নো পানিবন্দী কয়েক লাখ মানুষ। এর আগে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক এক গণ-অভ্যুত্থানও হয়ে গেছে। দেশের এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই আনন্দের একটি উপলক্ষ হয়ে আসতে পারে বাংলাদেশ দলের এ জয়।

তাতে সবচেয়ে বড় অবদান নিশ্চিতভাবেই মুশফিকের। এমন একটি ইনিংস খেলার পর তিনি বলেছেন, 'প্রথমেই আলহামদুলিল্লাহ, সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ধন্যবাদ। অবশ্যই এটি আমার সবচেয়ে ভালো ইনিংসগুলোর একটি। যেমনটি বললেন, বিদেশে তেমন ভালো করিনি। ফলে এটি আমাদের একটি লক্ষ্য ছিল দল হিসেবে, যাতে পারফর্ম করতে পারি, যাতে সবাই দেখে যে আমরা বিদেশে ব্যাটিংয়ে উন্নতি করছি।'

এমন জয়ের পর মুশফিক আলাদা করে বলেছেন পাকিস্তান সিরিজের আগে বাংলা টাইগার্সের ক্যাম্পের কথাও। তিনি বলেন, 'নিজের কিছু ভাবনার কথা বলতে চাই। এ সিরিজের আগে প্রায় আড়াই মাসের একটা বিরতি ছিল। আমরা বাংলা টাইগার্সের হয়ে বিশেষ একটা ক্যাম্প করেছি দেশে। স্থানীয় সাপোর্ট স্টাফের দারুণ সহায়তা পেয়েছি। এটি আমাদের সহায়তা করেছে, বিশেষ করে টেস্ট খেলোয়াড়দের। কারণ সীমিত ওভারে যারা খেলে, তারা বিশ্বকাপে ব্যস্ত ছিল। দেশেও এমন আবহাওয়াই ছিল। ওই অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের মানসিক কাঠিন্য এসেছে। আমি ওই ক্যাম্পের সব সাপোর্ট স্টাফকে ধন্যবাদ দিতে চাই।'

সব মিলিয়ে প্রস্তুতিটা দারুণ ছিল বলেও জানান তিনি, 'কৃতিত্ব আসলে সবাইকে দিতে হবে, যেভাবে তারা সবাই প্রস্তুতি নিয়েছে। পাকিস্তানে এবং এর আগে দেশেও। আমি খুশি। তাদের থেকেও সব রকমের সহায়তা পেয়েছি।'

আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ১৯ বছর পার করে ফেলা মুশফিক এখ নো নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন বাংলাদেশের হয়ে খেলতে পেরে। তাঁর মতে, 'সত্যি বলতে আমি ভাবি না যে আমি সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও বয়স্ক ক্রিকেটার। কারণ দলের সবাইকে দেখলে মনে হয়, এটি আমার সৌভাগ্য যে দেশের হয়ে আরেকটি টেস্ট ম্যাচ খেলতে পারছি। আমি শুধু নিজের শতভাগ দেওয়ার চেষ্টা করি। দলের জন্য অবদান রাখতে পারলে যদি অন্যরা অনুপ্রেরণা পায়। আমি এ কারণেই এখানে, এটিই আমাকে এগিয়ে নেয়।'

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট জয়, নতুন বাংলাদেশে ক্রিকেটের নতুন সূর্যোদয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাতকড়া পরিয়ে ও দড়ি বেঁধে ঢাকার সিএমএম আদালতে ২৭ জুলাই হাজির করা হয়েছিল হাসনাতুল ইসলাম ফাইয়াজকে। সেদিন আদালতে সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয় ১৬ বছর ১০ মাস বয়সী কিশোরের। গণমাধ্যমে ফাইয়াজের ছবি ও ভিডিও প্রকাশিত হওয়ার পর দেশজুড়ে শুরু হয় তোলপাড়। ফাইয়াজের বিহ্বল ও ভয়ার্ত মুখ ছবি চলমান বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকেও দিয়েছিল নতুন মাত্রা। পরে তুমুল প্রতিবাদের মুখে অন্যায়ভাবে দেওয়া রিমান্ড আদেশ বাতিল করে তাঁকে টঙ্গীর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।

সে সময় ফাইয়াজের ভাইরাল হওয়া ছবি ও ভিডিওটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আরও একটি কারণে। এ ঘটনা যখন ঘটেছিল, তখন তাঁর পরনে ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ফুলহাতা একটি জার্সি। যেটির পেছনে লেখা ছিল তাঁর নামের প্রথম অংশ 'হাসনাত' এবং জার্সি নম্বর ছিল ৩৬। ক্রিকেট বরাবরই বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। ক্রিকেটপ্রেমী এক কিশোরের এমন বেদনাহত মুখ সেদিন কোটি মানুষের বুকে বিঁধেছিল।

ফাইয়াজের সেই ঘটনার আগে-পরে ঘটে গেছে আরও অনেক কিছু। ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে নতুন এক যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ। পুরোনোকে ঝেড়ে ফেলা তারুণ্যদীপ্ত এই বাংলাদেশে অবশ্য কয়েক দিন ধরে খুব একটা আলোচনায় ছিল না ক্রিকেট। থাকার অবশ্য কথাও নয়। নতুন করে গঠিত হতে যাওয়া একটি দেশের নানামুখী চ্যালেঞ্জ তো আছেই, এর সঙ্গে যোগ হয়েছেন স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা।

এসবের মধ্যে ক্রিকেট দল কখ ন পাকিস্তান সফরে গেল, তাঁর খোঁজ হয়তো অনেকেই রাখেননি। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাফল্যের পর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণসহ নানা ধরনের সেবামূলক কাজে দেখা গেছে তরুণদের। আর এখন ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে বন্যাদুর্গত জনপদের সেবায়। ত্রাণ ও অনুদান সংগ্রহ করে সেসব বন্যাকবলিত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তরুণ ছাত্র-জনতা।

এমন পরিস্থিতিতে নিতান্তই ক্রিকেট-পোকা ছাড়া অন্য কেউ রাওয়ালপিন্ডিতে চলমান টেস্টের খ বর রেখেছেন কি না, বলা মুশকিল। এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ঘেঁটেও শনিবার বিকেলের আগ পর্যন্ত ম্যাচ নিয়ে তেমন কোনো পোস্টই দেখা যায়নি। এ সময়ে ক্রিকেট নিয়ে যেসব পোস্ট, সেসবও ছিল রাজনৈতিক। যেমন নতুন উপদেষ্টা হিসেবে আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার আগমন, বিসিবির সভাপতির পদ থেকে নাজমুল হোসেনের পদত্যাগ কিংবা নতুন সভাপতি হিসেবে ফারুক আহমেদের নিয়োগ নিয়েই ছিল সব আলোচনা।

এই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে মূলত শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে। মুশফিকের ডাবল সেঞ্চুরি না পাওয়ার হতাশা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে পেতে যাওয়া সম্ভাব্য জয় নিয়ে পোস্ট দিতে দেখা যায় দু-একজনকে। তবে এসব পোস্ট ছাপিয়ে বিশেষভাবে আলোচনায় ছিলেন সাকিব আল হাসান। যদিও সাকিবের আলোচনায় থাকা পুরোপুরিই রাজনৈতিক। তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া হত্যা মামলার পক্ষে-বিপক্ষে ছিল সেসব পোস্ট। এমন অবস্থা দেখে কেউ চাইলে বলতেই পারেন, শেষ কবে এমন উত্তাপহীন ম্যাচ খেলতে নেমেছিল বাংলাদেশ?

উত্তাপহীন সেই ম্যাচ ভোল পাল্টাতে শুরু করে আজ সকাল থেকে। পঞ্চম দিনে ৯৪ রানে পিছিয়ে থাকা পাকিস্তান যখন একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে, উজ্জ্বল হতে থাকে বাংলাদেশের ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন। সাদমান-মুশফিক- সাকিব-মিরাজদের হাত ধরে সেই স্বপ্ন অবশেষে পূরণও করেছে বাংলাদেশ। এই জয় বাংলাদেশের ক্রিকেটে নিয়ে এসেছে নতুন এক সূর্যোদয়ও। নতুন বাংলাদেশ ফিরে পাওয়ার পর মতো পাকিস্তানের বিপক্ষে এ জয়টাও যেন ক্রিকেটের নবযাত্রার সূচনামুখ। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মতোই এ জয় যেন পুনরুদ্ধার করেছে বাংলাদেশের ক্রিকেটকে। ঐতিহাসিক এই জয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও আজ হয়ে উঠেছে ক্রিকেটময়। একের পর অভিনন্দন বার্তায় ভরে যাচ্ছে নিউজফিড।

এই জয় আমাদের ফিরিয়ে নিচ্ছে ১৯৯৯ বিশ্বকাপেও। নর্দাম্পটনে সেদিন পাকিস্তানকে হারিয়ে নতুন এক যুগে প্রবেশ করেছিল বাংলাদেশ। আর এবার স্বৈরতন্ত্রের পতনের পর বাংলাদেশ যখন সবকিছু গোড়া থেকে শুরুর অপেক্ষায়, তখনই টেস্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে আসল প্রথম জয়টি। যে জয় মনে করিয়ে দিচ্ছে আজ থেকে প্রায় ২১ বছর আগের সেই মুলতান,দুঃখকেও। জিততে জিততে যে টেস্টে ১ উইকেটে হেরে গিয়েছিল বাংলাদেশ। মুলতানের সেই দুঃখেরও যেন কবর রচনা হলো পিন্ডিতে।লেখাটা শুরু হয়েছিল ফাইয়াজকে দিয়ে। শেষটাতেও মনে পড়ছে সেই ফাইয়াজকে। আমরা জানি না, হাতকড়া ও বাংলাদেশের জার্সি পরা ফাইয়াজ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জয়টা দেখেছেন কি না! দেখে থাকলে নতুন বাংলাদেশ ও দেশের নতুন ক্রিকেট যাত্রা নিয়ে নিশ্চয় গর্বিত বোধ করবে এই কিশোর। গায়ে লেগে থাকা বাংলাদেশের জার্সি দিয়ে সেদিন আন্দোলনে ক্রিকেটের রং লাগিয়ে দিয়েছিলেন ফাইয়াজ। এখন ফাইয়াজের মতো কিশোরদের হাত ধরে বাংলাদেশের ক্রিকেটের আরেকটি নতুন জয়যাত্রা শুরু হয় কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**